भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 182.0C
पुस्तक संख्या
Book No. 899.10
रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC—S4—59 LNL/64—1-11-65—100,000.

Rare Book
NATIONAL

182. Oc. 499. 10.

নয়ন-তারা।

(.বারিক উপন্যাস)

Rare Book
Signature
D

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
প্রণীত।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

THE
CHERRY PRESS.
PRINTED BY YOTISH CHANDRA BHADRA,
36, MACHUABAZAR STREET
CALCUTTA.

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4417
DATE 12/10/09
CALCUTTA

নয়ন-তারা।

LIBRARY 20 JUL 99

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শরদের বেলা অবসান প্রায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে চুঁচুড়া সহরের গঙ্গাতীরবর্ত্তী জপথে দুই জন প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ বায়ু সেবন করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। হাদের মধ্যে একজন নবাগত ও অপর জন চুঁচুড়া প্রবাসী। তিনি হুগলী লেজের অন্তর্গত স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

নবাগত। তাই ত হে মহেন্দ্র, তোমাদের চুঁচুড়ার গঙ্গাধারের এই স্তাটীত বেশ! কিন্তু আমার বোধ হয়, নিজ গঙ্গার উপরে ঐ বাড়ীগুলি না কলে ভাল হত। গঙ্গাতীরে যে সব সহর আছে, তাতে লোকের বেড়াবার ন্য খুব বড় বড় ষ্ট্রাণ্ড রোড রাখা উচিত।

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) যেমন কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ড রোড।

নবাগত। আরে ছি! সে কথা বলো না। কলিকাতার গঙ্গার ধারে ও দাঁড়াতে ইচ্ছা করে না। কেবল ষ্টীমারের ফোঁস্ ফোঁসানি, গাড়ীর ঘড়ানি, রাস্তার ধূলো, আর গুদোম ঘরের কুলীদের চীৎকার, মনে হলেও হয়।

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) সভ্যতার এই একটা বড় দোষ, এতে জগতে কয়লার য়া বড় বৃদ্ধি করে ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নষ্ট করে।

নবাগত। ঠিক্ বলেছ, সহরের কাছে একটা নদী পাওয়া বড় সৌভাগ্যের া। কোথায় নদীর ধারটা এমনি হবে যে গিয়ে দুদণ্ড দাঁড়ালে চোকটা াবে, প্রাণটা জুড়াবে, না চক্ষু ও মন দুয়েরই ক্লেশ! (বলিতে বলিতে

দুজনে গঙ্গাতীরস্থিত একটা অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানের রেলের ধারে গিয়' বেশ সুন্দর বাড়ীখানি ত! যেন ছবির মত! এ বাড়ী কার ভাই?

মহেন্দ্র। এ বাড়ীটা একজন বড় লোকের, তাঁর নাম কালীপদ রায়।

নবাগত। নামটা যেন শুনেছি শুনেছি বোধ হচ্ছে।

মহেন্দ্র। শুনে থাক্‌বে, সুপ্রিম কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল, বেহালা বড়ি' নিবাসী, চন্দ্রশেখর রায়ের নাম শোন নি?

নবাগত। শুনেছি বৈ কি!

মহেন্দ্র। উনি তাঁর মধ্যম পুত্র। ওঁর আর দুই সহোদর আছেন। জ্যে' শ্যামাপদ রায়, তিনি বাড়ীর বিষয় ক' দেখে ; কনিষ্ঠ তারাপদ রা' হাইকোর্টের ইন্টারপ্রিটারি কাজ করেন। কালীপদ বাবু ' পালের হি' কালেজের এক জন প্রসিদ্ধ ছাত্র ; পরে পশ্চিমে অনে... বৎসর ১২০০ টা' বেতনে রেলওয়ের পে মাষ্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন ; দুই বৎসর হলে' পৈতৃক বিষয় পেয়ে পেন্সন নিয়ে, এই বাড়ী কিনে এখানে এসে বাস কর্‌ছেন'

নবাগত। ওঃ হো মনে পড়েছে, ওঁর নয়ন-তারা নামে একটী মেয়ে আ' না? সে মেয়েটী নাকি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী?

মহেন্দ্র। এ ত দেখি বেশ, ওঁর বিষয়ে আর কিছু জান না জান, এ' জানা হয়েছে যে, ওঁর নয়ন-তারা নামে একটী মেয়ে আছে।

নবাগত। (ঈষৎ হাসিয়া) কাল বিদ্যারত্ন মশাইএর মুখে মেয়েটীর প্রশং' শুন্‌ছিলাম। মেয়েটীর প্রশংসা ত তাঁর মুখে ধরে না।

মহেন্দ্র। বিদ্যারত্ন মশাই তাঁকে সংস্কৃত পড়ান কি না, তাই তাঁকে বে' জানেন।

ইতিমধ্যে একজন নাতিস্থূলা, নাতিকৃশা, গৌরাঙ্গী প্রবীণা আসিয়া ' ভবনের বারাণ্ডায় দাঁড়াইলেন ও উদ্যানের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া কি দেখি' লাগিলেন।

নবাগত। ও কে ভাই, বারাণ্ডাতে এসে দাঁড়ালেন?

মহেন্দ্র। (দৃষ্টিপাত করিয়া) উনি রায় মহাশয়ের গৃহিণী।

নবাগত। সে কি, উনি এরূপ প্রকাশ্য স্থানে বারাণ্ডাতে এসে দাঁড়ালেন'

মহেন্দ্র। আমি যে কালীপদ রায় মহাশয়কে একটী বড় লোক বলে'

182 OC. 899.10

তার অর্থ আছে। এই মানুষটীতে একটু বিশেষত্ব আছে। উনি পশ্চিমে কর্ম্ম কর্‌বার সময় একবার ফার্লো নিয়ে একজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর অনুরোধে এক বৎসর সপরিবারে বোম্বাই সহরে বাস করেছিলেন। সেখানে দেখ্‌লেন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু-নারীদের অবরোধ নাই। এটা তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে, সেই অবধি তিনি নিজ পরিবার হ'তে অবরোধ প্রথা তুলে দেন। তার পর এখন ত আর কথাই নেই; এক ছেলে বিলাত হ'তে এসে এই হুগলী কালেজে প্রোফেসারি কর্‌ছেন; দ্বিতীয়টী বিলাতে বারিষ্টার হয়েছে; তৃতীয়টী এ বৎসর সিবিল সার্ব্বিসে পাশ হয়েছে; এখন এঁদের চাল চলন এঙ্গলো ভার্ণেকিউলার হ'য়ে পড়েছে। (উভয়ের হাস্য)

ইতিমধ্যে উদ্যানের মধ্য হইতে রমণীর কোমল কণ্ঠের ধ্বনি নবাগত ব্যক্তির কর্ণগোচর হইল। কে যেন বলিতেছে—"বড় দা! দুটী পায় পড়ি, অত জোরে নয়, পড়ে যাব।" চাহিয়া দেখেন ভবনসংলগ্ন উদ্যান মধ্যে আম্রশাখাতে একটী দোলা টাঙ্গান হইয়াছে; তাহাতে একটী বালিকা দুলিতেছে ও একজন যুবা পুরুষ নীচে দাঁড়াইয়া দোল দিতেছেন।

নবাগত। ও কে ভাই, দোলাতে দোল খাচ্চে।

মহেন্দ্রনাথ। (একটু সরিয়া দেখিয়া) ও মেয়েটি রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা সৌদামিনী। ওঃ এতক্ষণে বোঝা গেল, গৃহিণী ঠাকুরাণী উপর হতে কি দেখ্‌ছেন। উনি মেয়েদের দোল খাওয়া দেখ্‌ছেন। (পাশে লক্ষ্য করিয়া) নয়ন-তারা নয়ন-তারা করছিলে, ঐ দেখ নয়ন-তারা। ওইযে গাছের তলে বেঞ্চের উপরে দুটী মেয়ে বসে আছে দেখছ, ওর বড়টী নয়ন-তারা, আর ছোটটী সর্ব্ব কনিষ্ঠা সরোজিনী, ডাক নাম টুনী। আর ঐ যিনি দোল দিচ্চেন উনি রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশচন্দ্র। আর যে ছেলেটী হাতে তালি দিয়ে হাস্‌ছে, উটীর নাম নরেশ, সকলে পটলা পটলা বলে ডাকে। যোগেশ ও রমেশ বিলাতে আছে; তারা থাকলেই সকল সন্তানকে দেখা হতো।

নবাগত। কি আশ্চর্য্য! তুমি যে সকলের রাশনাম, ডাকনাম পর্য্যন্ত জান দেখছি!

মহেন্দ্র। (একটু হাসিয়া) এ বাড়ীতে হরেনের ও আমার খুব পসার। রায় মহাশয় এখানে আসার পর আমার সঙ্গে খুব বন্ধুতা হয়েছে। আমাকে

সহোদরের মত স্নেহ করেন। তিনিও স্পিরিচুয়ালিষ্ট আমিও স্পিরিচুয়ালিষ্ট; দুজনে খুব মিলে গেছে। স্পিরিচুয়ালিজম্ সম্বন্ধে এমন ভাল বৈ নাই যা ওঁর কাছে পাওয়া যায় না।

নবাগত। (হাসিয়া) তবে ত তোমরা ভূতত্ত্ব বিদ্যার একটা জাঁদরেল গোছ মক্কেল পাকড়েছ?

মহেন্দ্র। তা আর বল্‌তে?

নবাগত। (আবার উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) যে মেয়েটী দোলাতে দুলছে ওটী ত বড় ছোট নয়!

মহেন্দ্র। ছোট কি, বয়স ২০।২১ বছরের কম হবে না।

নবাগত। এ ত দেখি একটা দেখবার জিনিষ! ২০।২১ বছরের মেয়ে দোলায় দুলছে, আর তার ভাই দোল দিচ্ছে।

মহেন্দ্র। এ পরিবারে দেখবার জিনিষ ঢের আছে। ভিতরকার কথাটা কি জান? রায় মহাশয় সর্ব্বদা বলেন যে গৃহ ও পরিবারটা এমন স্থান হওয়া উচিত, যে সন্তানগণ যেন সে স্থানটাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের স্থান মনে করে। অসংকোচে মিশবে, অসংকোচে খেলবে, অসংকোচে মনের কথা বল্‌বে, তা না হলে তারা এ স্থানে থেকে সুখী হবে না। এ জন্য তিনি এদিগকে এমনি করে মানুষ করেছেন যে অনেক বিষয়ে এরা যেন শিশুর মত আছে। তিনি থাক্‌লে তাঁকেই হয় ত দুলতে দেখতে। তিনি দোলেন ছেলেরা দোল দেয়, আবার ছেলেরা দোলে তিনি দোল দেন। কেবল তা নয়। গাওনা বাজনা বিষয়ে তিনি একজন কালোয়াত। পশ্চিমে থাক্‌বার সময় ওস্তাদ রেখে নিজে গাওনা বাজনা শিখেছেন। তার পর নিজে ছেলে মেয়েদিগকে পাকা রকম গাইতে বাজাতে শিখিয়েছেন। ঐ সুরেশ বাবু একজন পাকা শেতারী ও পাখোয়াজী; মেয়েরা বেহালা, শেতার, এসরাজ, হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাজাতে পরিপক্ক। এখনও হুগলীর এমামবাড়ীর মৌলবী মহাশয়ের একজন লোক এসে সপ্তাহে তিন দিন মেয়েদিগকে শেতার শেখায়।

নবাগত। মানুষটাতে বিশেষত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই। এঁদের ব্রাহ্মসমাজের দিকে টান্‌তে পার না? (হাসিয়া) ওঁরা ধর্ম্ম টর্ম্মের ধার বুঝি বড় ধারেন না?

মহেন্দ্র। (বিরক্তভাবে) ওই ত তোমাদের ব্রাহ্ম গোঁড়ামি। তুমি বুঝি

মনে কর, "ব" এ র ফলা আকার, আর "হ" এ "ম" এ না দিলে ধর্ম্ম হয় না? সব ধর্ম্ম কেবল তোমাদের কয়জনের একচেটে, যত ধর্ম্মের ধার তোমরাই ধার আর কেউ ধর্ম্মের ধার ধারে না। এই গোঁড়ামির জন্যেই লোকে তোমাদের দেখতে পারে না।

নবাগত। (কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সে কিহে মহেন্দ্র! এমন কথা ত তোমার মুখে কখনও শুনিনি।

মহেন্দ্র। সাধে কি চটি, এই মানুষটা আপনাকে ব্রাহ্ম বলে না বটে, কিন্তু এমন ভক্ত লোক যে তুমি আমি এঁর চরণে বসে অনেক ভক্তি শিক্ষা কর্‌তে পারি।

নবাগত। বটে!

মহেন্দ্র। ওঁর কাছে একটী ঈশ্বরের নামের সংগীত কর্‌বার যো নেই তা হলে কেঁদে অধীর হন; অথচ ধর্ম্মের কথা মুখে বলতে ভয় পান; জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলেন—"ধর্ম্মের কিছুই জানিনে ভাই।"

নবাগত। তাই ত যতই শুনছি মানুষটীকে যে বড়ই ভাল লাগছে।

মহেন্দ্র। কেবল কি তাই, এমন পণ্ডিত লোকই বা দেশে কয়টা মিলে। ইংরাজীতে ত পরিপক্ক; তার পর স্কুলে পড়বার সময়ে সংস্কৃত শিখেছিলেন; কাশীতে কর্ম্মোপলক্ষে পাঁচ বছর থাকেন, তখন পণ্ডিত রেখে সেই সংস্কৃত পাকা করে নিয়েছেন। তা ভিন্ন পারসী ও আরবীতে বিলক্ষণ বিদ্যা আছে। যেমন সকল শাস্ত্রে দৃষ্টি তেমনি সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুতা। বিদ্যারত্ন মশাইএর সঙ্গে কিরূপ বন্ধুতা তা ত শুনেছ; আমার ও হরেনের প্রতি কি প্রেম তা বলবার নয়; তার পর এমামবাড়ীর একজন মৌলবী সাহেব আছেন তাঁর সঙ্গেও গলাগলি ভাব। এমন উদার সদাশয় মানুষটী আর দেখা যায় না।

নবাগত। তাইত হে ইনি যে চুঁচুড়ার একটী দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে।

মহেন্দ্র। তাতে কি আর সন্দেহ আছে? মানুষটা কিরূপ সহৃদয় তার প্রমাণ দেখনা কেন, নয়ন-তারাকে সংস্কৃত পড়াবার জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে মাসে ৩০৲ টাকা দেন; পটলা ও টুনীকে পড়াবার জন্য হরেনকে মাসে ২৫৲ টাকা দেন; তাদের দুজনকে ব্রহ্মসঙ্গীত শেখাবার জন্য আমাকে মাসে ১৫৲ টাকা দেন ও মৌলবী সাহেবের লোককে মাসে ১০৲ টাকা দেন। এই ৮০৲ টাকা দান বললেও হয়, কোনও রূপে আমাদের সাহায্য করা।

নবাগত। তা বুঝ্তে পেরেছি, নতুবা তুমি আবার গান শেখাবে কি? তোমার সঙ্গীত বিদ্যাতে যে দখল তা ত আমার অগোচর নেই। মানুষটী ধনেও কম নন দেখছি।

মহেন্দ্র। শুনেছি পৈত্রিক দেড় লাক দুলাক টাকা পেয়েছেন, তার পর নিজের সঞ্চয় আছে। এ ঘরে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী বিরাজ করছেন।

তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছে, ওদিকে রায় মহাশয়ের সন্তানদের দোল থামিয়া গেল। বন্ধুদ্বয় যে দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন. রায়-গৃহিণী সেদিকে এক-বার দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেন্দ্র নবাগত বন্ধুকে বলিলেন, "কর্ত্রী বুঝি আমাকে দেখছেন, এখনি ডেকে পাঠালেন, চল সরিয়া পড়ি।" এই বলিয়া দুই বন্ধুতে সরিয়া পড়িলেন। গৃহিণী দাঁড়াইয়া গঙ্গার শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। শরদের বেলা অবসান প্রায়; ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শরদভ্রে অস্ত-গমনোন্মুখ দিবাকরের সিন্দুরাভ কিরণমালা পড়িয়া পশ্চিমাকাশকে বিচিত্র শোভা-সম্পন্ন করিয়াছে; সান্ধ্য সমীরণের সুরভি নিঃশ্বাস শরীর মনকে পুলকিত করিতেছে; অদূরে গঙ্গাসলিলে নৌকা সকল মরাল-কুলের ন্যায় পালপক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে; গঙ্গার পরপারবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর পাদদেশে সন্ধ্যার ছায়া, ও মস্তকে রবিকিরণের রক্তিম ছটা পড়িয়া তাহারা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে; বিহঙ্গমকুল চরা করিয়া গঙ্গা পার হইয়া ডাকিতে ডাকিতে আবাসনীড়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে! গৃহিণী গোধূলির এই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া তাহাতেই নিমগ্ন রহিয়াছেন। এমন সময়ে সুরেশচন্দ্র হঠাৎ পশ্চাতে আসিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "এই যে মা তোমাকে একলা পেয়েছি, বসো দেখি একটা কথা আছে।"

গৃহিণী। (নিকটস্থ আরাম কুরসীতে বসিয়া) কি কথা?

সুরেশ। (উপবেশনান্তর) তুমি নয়ন-তারার কথা কি ভাবছ?

গৃহিণী। কি আর ভাব্‌বো? ওরা ত আর কচি মেয়ে নয় যে ধ'রে বেঁধে বিয়ে দেব।

সুরেশ। তুমি ওর মনের কথাটা জাননা কেন? যদি বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে না থাকে ভেঙ্গে বলুক, তা না হ'লে আমরা এক একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে ডেকে ডুকে আন্‌বো, আর ও তাদের ধারেও যাবে না; এতে বড় অপমান

বোধ হয়। দেখ্‌লে সেদিন এক বেচারাকে এনেছিলাম, ও কি রকম কাল্লে! আমি ত বাপু প্রতিজ্ঞা করেছি ও রকম চেষ্টা আর কর্‌বো না।

গৃহিণী। কে জানে বাপু! ওগুলোর পেটের কথা বোঝাই ভার। আমি বল্‌লে গলা জড়িয়ে চুম খেয়ে বলে, "মা জননি! আমরা কি তোমার ভার বোঝা হয়েছি যে, বিদেয় কর্‌তে পার্‌লে বাঁচ।" ভাবে বোধ হয়, ঘটকালির বিয়েটা ওদের ভাল লাগে না।

সুরেশ। আচ্ছা, তা যেন বুঝ্‌লাম, বড় হয়েছে ঘটকালির বিয়েটা কর্‌তে চায় না, প্রেমে না পড়লে বিয়ে কর্‌বে না; কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেদের ডেকে আন্‌লে সেধারেও ত যাবে না। লোকের সঙ্গে না মিশলে প্রেমে পড়বে কি করে? এ যে দেখি উভয়সঙ্কট, ঘটকালিতেও রাজি হবে না, লোকের সঙ্গেও মিশবে না।

গৃহিণী। কেন, এদিকে ত যে বাড়ীতে আসে তার সঙ্গে বেশ মেশে। লোককে খাওয়াতে দাওয়াতে আদর আপ্যায়িত কর্‌তে ত বেশ জানে।

সুরেশ। তা ত বেশ জানে, কিন্তু যখনি আমরা এই অভিসন্ধিতে কারুকে ডাকি, অমনি যেন গন্ধে টের পায়, অমনি যেন সে বেচারাকে দশ হাত দূরে রাখে, কাছে ঘেঁষ্‌তেই দেয় না। ওরা কি কম শয়তান! আমরা জাল পাত্‌ব কি আগেই যেন পথ কেটে রাখে।

গৃহিণী। ওমা আমি ত এত কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি!

সুরেশ। তুমি সাদাসিদে মানুষ, বালকের মত মনটী, তাই তুমি এ সব বুঝ্‌তে পার না, অন্য মা হ'লে ডুবুরি নামিয়ে পেটের কথা তুলে আন্‌ত। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি ও হরেনকে ভালবাসে, তাই বিয়ে কর্‌তে চায় না।

গৃহিণী। ওমা তাই নাকি, কৈ আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারিনি। সে ঘরের ছেলের মত আসে যায়, সকলেই ত তার সঙ্গে মেশে।

এমন সময়ে রায় মহাশয় সেখানে উপস্থিত! ইহার বয়ঃক্রম ৫৭।৫৮ হইবে; কিন্তু ইহার দেহে বয়সের প্রমাণ কিছুমাত্র পাওয়া যায় না। বর্ণ গৌর, উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট, নেত্রদ্বয় দীর্ঘায়ত, শ্মশ্রু-বিহীন মুখ, মস্তকের কেশ দুই এক গাছি পাকিয়াছে।

কর্ত্তা। এই যে সুরেশ! তুমি এখানে বসে আছ, তবে যে চাকরেরা বল্লে তুমি বাড়ী নাই, ভদ্রলোকটী ফিরে গেলেন।

সুরেশ। যাঃ ঐ ভদ্রলোকটীর জন্যেই আমি আজ বেড়াতে বাহির হই নাই ; তাঁকে বলে এসেছিলাম যে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে দেখা কর্‌বেন।

কর্ত্তা। তা চাকরেরা কি করে জান্‌বে, তারা জানে তুমি রোজ বেড়াতে যাও, আজও গিয়েছ।

সুরেশ। চাকরদের বলে রাখাই উচিত ছিল। (থামিয়া) দেখুন বাবা! আমি মাকে বল্‌ছিলাম, যে তুমি কেমন মা, তুমি নয়ন-তারার পেটের কথা টেনে বার কর্‌তে পার না। তার বয়স ২২।২৩ বৎসর হতে গেল, বিয়ে কর্‌বে কি না জানা ত উচিত।

কর্ত্তা। আমার বোধ হয় ওর বিয়ে থাওয়া কর্‌বার ইচ্ছা নাই।

সুরেশ। না, তা নয়, আমি ত মনে করি ও হরেনকে ভালবাসে।

কর্ত্তা। তাই নাকি, তা কেন ভেঙ্গে বলে না ?

সুরেশ। জানে আমাদের কারুর মত হবে না।

গৃহিণী। তা যদি ওকেই ভালবাসে ত ওকেই বিয়ে করুক্।

সুরেশ। হাঁ, তা আর নয়, হরেনের মা সেদিন পর্য্যন্ত রাঁধুনী বামনীর কাজ করেছে। রমেশ ত সিবিল সার্ব্বিস পাশ করেছে, কাল সে একটা জেলার মাজিষ্ট্রেট হবে ; কাল যোগেশ একটা বারিষ্টার হয়ে আস্‌বে ; তারপর বড়িশার চন্দ্রশেখর রায়কে কে না জানে? তোমার বাপেরাও ত কম লোক নন ; রাঁধুনী বামনীর ছেলেকে মেয়ে দিলে আমরা কি আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে পার্‌বো ? যার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পার্‌বো না, তাকে ভগিনীপতি কর্‌তে চাই না।

গৃহিণী। তা বল্‌লে কি হয়, হরেনের অবস্থা কি চিরদিন অমনি থাক্‌বে ? ও কি চিরদিন চল্লিশ টাকার চাকুরী কর্‌বে ? উন্নতি হবে না ? যাহোক্ বি-এ পাশ ত করেছে, আজ না হোক দুদিন পরে ত দু'টাকা এনে খেতে পার্‌বে। আর আমাদের মত অবস্থার মানুষ কি সব সময় পাওয়া যায় ?

সুরেশ। বল কি মা, রাঁধুনী বামনীর ছেলেকে মেয়ে দেবে ? তুমি নিজে কত বড় ঘরের মেয়ে তা একবার স্মরণ করে দেখ।

গৃহিণী। তা ব'লে কি করা যাবে ? ভগবান্ যাকে যেমন করেছেন। ও গরীব সেটা ত ওর দোষ নয় ; আর অমন ছেলেই বা কটা পাবে ? দেখতে শুনতে, বুদ্ধি বিবেচনাতে, লেখাপড়াতে কোন্ বিষয়ে কম ?

সুরেশ। সে যে ছেলে ভাল তা আমি স্বীকার করি। হাজারের মধ্যে অমন

একটা ছেলে পাওয়া ভার, তাও সত্যি ; কিন্তু সে যে রাঁধুনী বামনীর ছেলে সেটা ত আর গোপন থাক্‌বে না।

গৃহিণী। ঐ ত মুস্কিল, তোমরা মত না কর্‌লে কি করে হয় ? তবে আমি ভাবি মেয়েটার মত ত দেখতে হবে। সে যদি যথার্থই তাকে ভালবাসে তবে তার সঙ্গেই ত বিয়ে হওয়া উচিত ; তা না হলে ত স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম থাকে না।

সুরেশ। বাবা, আপনি যে কথা কচ্চেন না ? আপনি কি বলেন ?

কর্ত্তা। (গম্ভীর ভাবে) আমি কেবল ভাবছি নয়ন-তারা কি যথার্থই হরেনকে ভালবাসে ?

সুরেশ। আমার ত তাই বোধ হয় ; দুজনের ভাবগতিক দেখ্‌লে ত তাই মনে হয়। হরেন যে কেবল টুনী ও পটলাকে পড়াতে আসে তাত নয়, আপনি চোক রেখে দেখবেন সে কতটা সময় নয়ন-তারার সঙ্গে কাটায় !

কর্ত্তা। আমরা ত আর তাকে ছেলেদের মাষ্টারের মত দেখি না ; তাকে বাড়ীর ছেলের মতই বোধ করি ; তার সঙ্গে ত আমার এক পুরুষের সম্পর্ক নয় ; তাকে ত পরের মত ব্যবহার কর্‌তে পারি না।

সুরেশ। (গম্ভীর ভাবে) I know all that ; but as matters now stand, I think their intimacy should not be allowed to proceed further. এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী। হাঁ গা সুরেশ কি বলে গেল ?

কর্ত্তা। ও বলে গেল, হরেন ও নয়ন-তারার মেশামিশিটা আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

গৃহিণী। তুমি কি কর্‌বে ভাব্‌লে ?

কর্ত্তা। করবো আবার কি ? হরেন আমার বন্ধুর ছেলে ; তাকে ডেকে এনে কর্ম্ম দিয়েছি ; তার আচার ব্যবহারে কিছুই অন্যায় দেখিনে ; সেও আমাদের পর দেখে না ; হাজারের মধ্যে অমন একটা ছেলে পাওয়া ভার। আমি ত দেখ্‌তে পাচ্চি, তার সঙ্গে মিশে নয়ন-তারার বিশেষ উপকারই হয়েছে। সর্ব্বদা লেখাপড়া ও ভাল বিষয়ের চর্চ্চা নিয়ে আছে। আমি কি আজ হরেনকে কর্ম্ম ছাড়িয়ে দিতে পারি, অথবা নয়ন-তারাকে এমন কথা বল্‌তে পারি যে হরেনের সঙ্গে মিশো না ?

গৃহিণী। আমিও তাই বলি, ওত বাড়ীর ছেলে বল্‌লেই হয়। সে সোণার চাঁদ ছেলে, তার দোষ কি যে বাড়ীতে আস্‌তে বারণ কর্‌বো?

কর্ত্তা। তার সন্দেহ কি? আর কেবল হরেন ভাল ছেলে বলেই যে ভালবাসি তাত নয়। ওর বাপের কথা কি কখনও ভুল্‌বো? সে আমার যে বন্ধু ছিল, তাতে হরেনকে ছেলের মত মানুষ কর্‌বাই উচিত্।

গৃহিণী। হাঁগা সত্যি কি হরেনের মা রাঁধুনী বামনীর কাজ কর্‌তো?

কর্ত্তা। কি করে জানবো? আমি অনেক দিন দেশে ছিলাম না। হতেও পারে। শুনেছি নাকি কিছুদিন রাঁধুনী বামনীর কাজ করেছে।

গৃহিণী। আহা! সাধে কি এমন কাজ করেছে! ছেলেটী নিয়ে খেতে পায়না কি করে!

কর্ত্তা। তা বৈকি? ওরা কি বিপদে প'ড়েছিল তা আমিই জানি?

গৃহিণী। তুমি নাকি দু-হাজার টাকা দিয়েছ?

কর্ত্তা। হাঁ দিয়েছি! সে ব্যাপারটা কি জান? আমরা যখন হিন্দু কালেজে পড়ি, তখন হরেনের বাবা হরদেব চাটুয্যে আমাদের পাড়াতে থাক্‌তো। তখন সে সংস্কৃত কালেজে পড়তো। মানুষটী এমনি বুদ্ধিমান অথচ এমনি বিনয়ী ও সৎ ছিল, যে দেখ্‌লে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকা যেত না। তখন আমি মাসে দশ টাকা ক'রে দিয়ে তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়্‌তাম। সেই সময়ে দুজনে খুব বন্ধুতা হয়। তার পর আমি বিদেশে গেলে শুনলাম যে হরদেব কালেজ হ'তে বার হ'য়েই সংস্কৃত কালেজে ৬০৲ টাকার একটী কর্ম্ম পেয়েছে। চাকুরীটা পেয়েই সাধ হলো যে একখানা বাড়ী করবে। মানুষ আশার উপর খড়ি পেতে কাজ করে কি না! কর্ম্মটা হলো দুচার বছর সবুর কর, তা না, মনে ভাব্‌লো ধার ক'রে বাড়ীটা ক'রে ফেলি ক্রমে শোধ হবে। বাড়ীত ফেঁদে বস্‌লো। আগে যা ভেবেছিল তার ডবল খরচ হলো। শেষে নিরুপায় হ'য়ে পশ্চিমে আমাকে লিখ্‌ল, আমি দু-হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম। তার পর বছর না ফিরতে সেত চলে গেল। বিদেশ থেকে শুন্‌লাম যে মারা গিয়েছে। তার পর দেনার জন্যে জমিজিরেত যা কিছু ছিল সব গেল। বিধবা স্ত্রী ছেলেটী নিয়ে ভাস্‌লো। এসব আমাকে কেউ জানালো না। যাহোক পরে শুন্‌লাম হরেন বড় হয়েছে ও পড়াশুনা কর্‌ছে। দেশে এসে দেখি সে চুঁচুড়াতেই আছে। কিন্তু ৪০৲ টাকা বেতন

পায়, তাহাতে তার চলে না; নিজের ও মার ভরণ পোষণ হ'য়ে অবশিষ্ট হাতে কিছু থাকে না। সে যে অভিমানী ছেলে দান কর্‌তে চাইলে নেবে না, ভাব্‌লাম টুনী ও পটলাকে পড়াবার ছুতো ক'রে কিছু দেওয়া যাক্। তাই মাসে ২৫৲ টাকা দিয়ে তাকে নিযুক্ত করেছি। আমি কি এখন ওকে তাড়াতে পারি? আমি যে দিন ওর বাবার কথা ভুল্‌বো, সে দিন অধম হয়ে যাব।

গৃহিণী। ওঃ তুমি ওর বাপের কাছে সংস্কৃত পড়েছিলে?

কর্ত্তা। তা জান্‌তে না? সে সংস্কৃতে মহা পণ্ডিত ছিল। ওদের বংশটাই পণ্ডিতের বংশ। ঐ হরেনওত বেশ সংস্কৃত জানে। ঐত নয়ন-তারাকে সংস্কৃত শেখ্‌বার জন্যে নাচিয়ে তুলেছে। ওরই উৎসাহেত নয়ন-তারা এত মন দিয়ে লেখাপড়া কর্‌ছে? ওরি সঙ্গে মিশেই মদ খাওয়ায় এত বিরোধী হয়েছে; এবং মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছে। তাইতে ত সুরেশ বলে নয়ন-তারা হরেনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। তুমি কি সেরূপ ভাব কিছু বুঝ্‌তে পার?

গৃহিণী। না বাপু, প্রেমে পড়া টড়া আমি বুঝ্‌তে পারিনি। বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে আসে যায় এইমাত্র জানি।

কর্ত্তা। (হাসিয়া) তা বুঝ্‌বে কি করে, কখনও ত প্রেমে পড়্‌লে না; ছেলেবেলা মা বাপে হাত পা ধ'রে এক জনের সঙ্গে বেঁধে দিলে, প্রেমের ব্যাপার জান্‌বে কি করে।

গৃহিণী। কেন তোমার সঙ্গেত প্রেমে পড়েছি।

কর্ত্তা। ধ'রে ভদ্র ঘটালে, না পড়ে আর কর্‌বে কি?

গৃহিণী। না না ঠাট্টা নয়, আমি যদি বড় হ'য়ে বিয়ে কর্‌তাম, আর তোমাকে দেখ্‌তাম, তোমার সঙ্গে নিশ্চয় প্রেমে পড়্‌তাম। হাজার লোকের মাঝখানে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে, তোমাকে ধরে বল্‌তাম এই আমার বর।

কর্ত্তা। অমন ক'রে বলো না, সুপুরুষ বলে আমার অহঙ্কার হবে।

গৃহিণী। কেন সুপুরুষটা নও কিসে? যা একটু দাঁত দুটো উঁচু।

কর্ত্তা। থাম্‌লে কেন, চলুক না, যা একটু নাক্‌টা বাঁকা, যা একটু কপালটা টেপা।

গৃহিণী। ঠাট্টা তামাসা থাক্, এখন কি করা যায় বল দেখি। মেয়েটা

যদি সত্যি সত্যিই হরেনকে ভালবাসে তাহ'লে কি করা উচিত? আমি বলি হলোইবা গরীবের ছেলে, ছেলেত ভাল, ঐ হরেনের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া যাক।

কর্ত্তা। আমার যে বড় অমত আছে তা নয়, তবে ছেলেদের ভাব ত দেখ্‌ছ। ওদের বোনের বিয়েতে ওরা অসুখী হবে, সেও একটা কথা।

গৃহিণী। তবে কি করা যায়?

কর্ত্তা। নয়ন-তারা আমার তেমন মেয়ে নয়; ও চিরদিন আমার ঘরে থাক্‌লেও আমার ভাবনা নাই; দেখা যাক্ না, হরেন কি রকম দাঁড়ায়। সেও ভাল ছেলে, সে যদি নয়ন-তারাকে বাস্তবিক ভাল বাসে, তাহলে আপনার অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বে। তখন ভাইদের আপত্তি থাকবে না।

গৃহিণী। ওমা আর কত দিন মেয়ে আইবড়ো থাকবে! তোমাদের বাপু সব দিকেই বাড়াবাড়ি।

কর্ত্তা। উপায় কি? এত জোরে ঘটাবার বিষয় নয়; এখন তার বয়স ২২ বৎসর, না হয় আর দুএক বৎসর পরেই বিবাহ হবে।

ইতিমধ্যে টুনী ও পটলা হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পড়া শেষ করিয়া ঝগড়া করিতে করিতে নালিশ করিবার জন্য পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হইল। টুনীকে কে বলিবে চৌদ্দ পনর বৎসরের মেয়ে! সে বাম হস্তে পিতার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক, তাঁহার কোলে বসিয়া, দক্ষিণ হস্ত তাঁহার দাড়িতে দিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ দেখি বাবা, আমি একটা আঁক কষ্‌তে পারিনি বলে ছোড়দা আমাকে বলে 'তোর মাথায় ব্রেণ নেই, কেবল গোবর।" রায় মহাশয় তনয়াকে বুকে চাপিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "না না, সে কি কথা! আমি বল্‌ছি তোমার মাথায় ঢের ব্রেণ আছে; পটলা যে এমন কথা বলেছে, তাতেই প্রমাণ ওর ব্রেণ নাই।" এই বলিয়া পটলকে ভগিনীর প্রতি অসৌজন্যের জন্য তিরস্কার করিলেন। পটল পিতার নিকট তিরস্কার খাইয়া মাতার নিকট ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী কি কাজে ভিতরে উঠিয়া গেলেন; পটলও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল! কর্ত্তা দেখিলেন নয়ন-তারা উপরের সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কর্ত্তা। কি নয়ন-তারা ওখানে যে ?

নয়ন-তারা। (যেন কিঞ্চিৎ থতমত খাইয়া) এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কর্ত্তা দেখিলেন হরেন্দ্র আসিয়া নয়ন-তারার হস্তে কি একখানা পুস্তক দিয়া চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা। ও কি বৈ ? দেখি। আলোটা কাছে আন দেখি। নয়ন-তারা পুস্তকখানি পিতার হস্তে দিয়া আলোটা নিকটে দিলেন। কর্ত্তা দেখিলেন, পুস্তকখানির নাম "Woman, her work and worth"। পাতা উল্টাইয়া তাহার পরিচ্ছেদ বিভাগগুলি ও দুই এক পত্রের দুই এক পংক্তি দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "বাঃ সুন্দর বৈথানি ত, হরেন এ বৈ কোথা পেলে ?"

নয়ন-তারা। উনি আমার কাছে একদিন এই বৈখানার অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন ; তাই আমি কিন্‌তে বলেছিলাম ; এবার কল্‌কেতায় গিয়ে কিনে এনেছেন।

কর্ত্তা। এ বৈ পড়্‌লে যে আমাদেরই উপকার হয়। থাক্ আমি একবার নেড়ে চেড়ে দেখি, পরে তোমাকে দেব।

নয়ন-তারা অতি প্রসন্ন চিত্তে পিতৃ-সন্নিধান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কর্ত্তা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সুরেশ যাহা বলিয়াছে তাহা কি সত্য ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন বৈকালে মহেন্দ্রনাথ নবাগত বন্ধুকে রায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য লইয়া গেলেন। গিয়াই দেখেন রায় মহাশয় ও ভুবনেশ্বর বিদ্যারত্ন মহাশয় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। হুগলীর এমামবাড়ীর মৌলবী সাহেবও সেখানে আছেন। তিনিও রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রায় মহাশয় একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এসহে ভাই, এইবারে মিল্‌টা ঠিক হলো।

মহেন্দ্র। সে কি রকম?

রায় মহাশয়। গুরুদেব ত হিন্দু, মৌলবী সাহেব ইস্‌লাম, তুমি ব্রাহ্ম, আর আমি খ্রীষ্টান, মিল্‌টা ঠিক হলো না?

মহেন্দ্র। (উভয় বন্ধুতে আসন পরিগ্রহান্তে) আপনি খ্রীষ্টান কিসে?

রায় মহাশয়। আরে লোকে ত আমাকে খ্রীষ্টান বলে, তাই বলে বল্‌ছি।

মহেন্দ্র। লোকে অমন কত কি বলে থাকে, আমি ত আপনাকে একজন ব্রাহ্ম মনে করি।

রায় মহাশয়। ভালবেসে যা ইচ্ছে বল্‌তে পার।

বিদ্যারত্ন। আমাদের লৌকিক আচারগুলো সব মানেন না কিনা, তাই লোকে খ্রীষ্টান বলে। আমিত সেকালের রাজর্ষি জনক প্রভৃতির কথা যেরূপ শুনেছি, আপনাকে তেমনি দেখি।

রায় মহাশয়। ওটাও ভালবাসার কথা হলো।

মহেন্দ্র। এই একটী ভদ্রলোককে আপনার সঙ্গে পরিচয় করে দিতে এনেছি, এঁর নাম পরেশনাথ রায়; রেলওয়ে আপীষে চাকুরী কর্‌তেন, সম্প্রতি চাকুরী ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হয়েছেন।

রায় মহাশয়। দাঁড়াইয়া নবাগত ভদ্রলোটীকে অভিবাদন করিলেন। (নবাগত ব্যক্তির প্রতি) আপনাদের স্বার্থত্যাগ ধন্য? আপনাদের দেখ্‌লে আশা হয় যে দেশটা একদিন উঠ্‌লেও উঠতে পারে। চুঁচড়াতে কি মনে করে?

মহেন্দ্র। আমি কল্‌কেতায় গিয়েছিলাম, উনি এ সহরটী কখনও দেখেন নাই, তাই আমার মুখে শুনে দেখতে এসেছেন।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) চুঁচুড়াতে দেখবার মত কি আছে ?

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া) কেন আপনি আছেন।

নবাগত বন্ধু। বিদ্যারত্ন মহাশয় ঠিক বলেছেন।

রায় মহাশয় দেখিলেন, কথোপকথনটা তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িতেছে; অমনি তাহার গতি ফিরাইবার জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গুরুদেব ! এঁরা যে দেশ শুদ্ধ ছেলে ব্রাহ্ম করে নিলেন। আপনারা করেন কি ?"

বিদ্যারত্ন। ওঁরাত ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী লোক, ওঁদের মত হ'লে ত ভালই হয়, তবু ধর্ম্মে মতি থাকে; এখনকার ছেলেপিলে তাত হচ্চে না, তারা যে দুইএর বার হ'য়ে যাচ্ছে। না সেকালের কিছু মানে না এঁদের কথা শোনে।

রায় মহাশয়। তা ঠিক বলেছেন। ইংরাজী শিক্ষাতে আমাদের দুইএর বার ক'রে দিয়েছে।

মহেন্দ্র। (রায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) পরেশ বাবু বেশ গাইতে পারেন। আপনি এঁর মুখে একটী ব্রহ্মসঙ্গীত শুন্‌বেন ?

রায় মহাশয়। কথাবার্ত্তার মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীতটা শুন্‌বো ? আর কোনও সময়ে উপাসনার একটু আয়োজন ক'রে শোনা যাবে।

মহেন্দ্র। সেই বেশ, তা হলে আর একদিন ওঁকে এখানে পাওয়া যাবে।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, প্রায় সন্ধ্যা সমুপস্থিত। এমন সময়ে কোথা হইতে শেতারের মধুর ঝঙ্কারধ্বনি আসিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে লাগিল।

পরেশনাথ। (ইতস্ততঃ চাহিয়া) কে কোথায় চমৎকার শেতার বাজাচ্চে।

রায় মহাশয়। আমার কন্যারা ওস্তাদের কাছে শেতার শিখ্‌ছে। (বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতি) গুরুদেব! আপনার ছাত্রীর শেতার বাজনা শুন্‌বেন?

বিদ্যারত্ন। হাঁ হাঁ নয়ন-তারার শেতারটা একবার শুন্‌তে হ'বে; খুব প্রশংসা শুনেছি।

রায় মহাশয়। মহেন্দ্র তোমরাও চল না।

সকলে উঠিয়া উপরের যে ঘরে নয়ন-তারা ও সৌদামিনী ওস্তাদের নিকট শেতার শিখিতেছিলেন, সেই ঘরে গেলেন। গিয়া দেখেন দ্বারে প্রবেশ করিতে বাম দিকে একখানি ছোট কার্পেটের উপরে শেতারহস্তে একটী বৃদ্ধ মুসলমান বসিয়াছেন ও তৎপার্শ্বে একজন বাদক বসিয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে অপর একখানি কার্পেটের উপরে নয়ন-তারা ও সৌদামিনী দুইজনে দুইটী শেতার হস্তে বসিয়াছেন। সঙ্গত চলিতেছে। ইহারা উপস্থিত হইবামাত্র বাজনাটা একবার বন্ধ হইল। রায় মহাশয়ের আদেশে আবার বাদন আরম্ভ হইল। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ও নবাগত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া কন্যাদ্বয়ের যেন কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ থাকিল না। একটু বাজাইতে না বাজাইতে তাঁহারা আবার আত্মহারা হইয়া গেলেন ও সুস্বররসে মগ্ন হইয়া বাজাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে টুনী ও পটলার পাঠ সাঙ্গ করিয়া শিষ্যদ্বয়সহ হরেন্দ্র ও সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্যকার বাজনাটা রায় মহাশয়ের এমনি ভাল লাগিল, যে তিনি স্বয়ং যোগ না দিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি টুনীর কাণে কাণে নিজের শেতারাটা আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে শেতার আনীত হইল; সুর বাঁধা হইল; এবং তিনি কন্যাদ্বয়ের সহিত বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একজন শেতারে সুপরিপক্ক লোক। তিনি শেতার ধরাতে কন্যাদ্বয়ের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কয় শেতারে সে কি এক স্বরতরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পিতার আদেশে কন্যাদ্বয় শেতার রাখিয়া বেহালা লইলেন ও গাইতে লাগিলেন। বেহালার সুরে ও বামাকণ্ঠে মিলিয়া মধুবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্র বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত। তিনি ভগিনীদ্বয়কে গাইতে দেখিয়া, বাদকের হস্ত হইতে বাজনাটা টানিয়া লইলেন ও নিজে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গতটা এমনি জমিয়া গেল, যে বাড়ীর যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায়! যেন নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য নাই। শ্রোতাদিগের বোধ হইতে লাগিল যেন মন প্রাণ সুধারসে সিক্ত করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে!

ক্রমে বাজনা থামিল। চারিদিকে প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় সায়ংসন্ধ্যার জন্য সত্বর গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মৌলবী সাহেব, মহেন্দ্রনাথ ও পরেশনাথ উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে পরেশনাথ এই রায় পরিবারের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ভাই কি সুখী পরিবার! পিতা পুত্রে, ভাই বোনে, এমন ভাবে মিশিতে কখনও দেখি নাই। রায় মহাশয়ের ঐ মেয়েটী সরস্বতীই বটে; তাতে কিছু সন্দেহ নাই। যেমন রূপ তেমনি গুণ!"

বাহিরের লোকেরা চলিয়া গেলে পরিবারস্থ সকলে বৈঠকের ঘরে গিয়া বসিলেন। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আহারের পূর্ব্বে সকলে একত্রে এইরূপে বসা হয়। সে দৃশ্য কি সুন্দর! রায় মহাশয় একখানি আরাম কুর্সীতে বসিয়াছেন। দক্ষিণ পার্শ্বের আসনে নয়ন-তারা ও বাম পার্শ্বের আসনে সৌদামিনী উপবিষ্টা। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত-বিদ্যা বিষয়ে পিতার মতামত শ্রবণ করিতেছেন। সুরেশচন্দ্র নয়ন-তারার চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পিতার কথা শুনিতেছেন ও অন্যমনস্কভাবে ভগিনীর কুন্তলগুচ্ছ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ওদিকে নন্দরাণী সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটীকে লইয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে দিয়াছেন। সে পিতামহীর ক্রোড় সিংহাসন অধিকার করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী, চপলা, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুধীশের, সহিত ক্রীড়া করিতেছে। গৃহিণী সেই আনন্দেই নিমগ্ন আছেন। পটল একখানি কোচের উপরে নন্দরাণীর গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া, একখানি ছবির বৈ লইয়া ছবি দেখিতেছে ও তাঁহাকে দেখাইতেছে। নন্দরাণীর সহিত পটলের বিশেষ হৃদ্যতা। গোপনীয় কথা যাহা কিছু তাঁহাকেই বলে। মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখে, কিন্তু বাড়ীর লোকের ঠাট্টা তামাসার ভয়ে কাহাকেও দেখায় না। নন্দরাণী এ বিষয়ে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও উৎসাহদায়িনী। সে যখন যাহা কিছু লেখে, নন্দরাণীকে তাহা পড়িয়া শুনায় এবং তাঁহার ভাল না লাগিলে ছিঁড়িয়া ফেলে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে রায় মহাশয়ের কথোপকথন চলিতেছে, ইতি-মধ্যে সুরেশচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা, মিনী, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া-ছুটিয়া আসিয়া পিতামহের ক্রোড়ে উঠিয়া পড়িল। সুতরাং কথোপকথনটা ভাঙ্গিয়া গেল।

রায় মহাশয়। (পৌত্রীকে বুকে ধরিয়া) কি নাতিন, কি হয়েছে, ভয় কেন?

মিনী। বাদ তাম্মাবে।

পার্শ্বে ফিরিয়া দেখেন টুনী চারি পায়ে হামা দিয়া ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বিকট রব করিয়া সেদিকে আসিতেছে। (সকলের হাস্য এবং টুনীর উত্থান ও হাস্য) অতঃপর রায় মহাশয় সন্তানদিগের সহিত কথোপকথন বন্ধ করিয়া মিনীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মিনীর বয়স আড়াই কি তিন বৎসর। চেহারাটী গোলগাল, স্বাস্থ্যে প্রস্ফুটিত; বিশাল, উজ্জল, নীলাভ চক্ষু দুটী যেন আনন্দে ভাসিতেছে! কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি সিঁথীর দুপাশে ঢেউ খেলাইয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় কি সুগঠন! হাসিলে উভয় প্রান্তে কি শোভাই হয়! কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মিনীর হাসি অপেক্ষা কান্নাই সুন্দর; আমাদের মতে মিনীর হাসি কান্না সবই ভাল, মিনী যা করে তাই ভাল লাগে। মিনীর আঙ্গুলগুলি যেন চাঁপার কলি! পিতামহের হাতখানির উপরে আঙ্গুলগুলি রাখিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন মোমে গড়া আঙ্গুলগুলি পড়িয়াছে। তাহার পরিধানে জুতা, মোজা, পাজামা ও হাতকাটা ফ্রক। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলির নীচে মোমে গড়া বাহু দুখানি বাহির হইয়া আছে, কি সুন্দরই দেখাইতেছে!

রায় মহাশয়। (সম্মুখস্থ টেবিল হইতে একখানা জানোয়ারের ছবির বৈ টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া একটা ছবি বাহির করিয়া) এটা কি নাতিন?

মিনী। চিংহ।

রায় মহাশয়। এটা?

মিনী। বাদ।

রায় মহাশয়। এটা?

মিনী। ভল্লুৎ।

রায় মহাশয়ের অট্টহাস্য।

নয়ন-তারা। বাড়ীতে এমন ছবির বৈ নাই, যার বিবরণ ও জানে না সকলের গল্প জানে, আবার অভিনয় ক'রে দেখায়।

সৌদামিনী। ওটা ত first class actress.

এই কথোপকথন ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র নয়ন-তারাকে ঠেলিয়া চেয়ার হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। well, get up, get

up, before dinner time there is another duty waiting for you. You have to copy some of my notes.

নয়ন-তারা। বাঙ্গলা ক'রে না ব'ললে আমি শুনব না।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) তুমি ইংরিজীর উপর এত গর্‌রাজি কেন?

নয়ন-তারা। মা বোনের সঙ্গে কে কোথায় ইংরিজী বলে, বাঙ্গালির ছেলে বাঙ্গলা বলনা বাপু।

সুরেশ। তুইত ভট্‌চাজ, আমি কি তোর মত বাঙ্গলা বলতে পারি?

নয়ন-তারা। বেশ পার, অতি উত্তম পার; মার সঙ্গে বাঙ্গলা বল না? তখনত চোস্ত চোস্ত বাঙ্গলা আসে। আর আমরা একটু ইংরিজী জানি ব'লে বুঝি ঘোড়া দেখে খোঁড়া হও, যখন তখন ইংরিজী ছাড়?

সুরেশ। বাপরে বাপ্, নাকে কাণে খত, ঘাট হয়েছে, আর ইংরিজী বল্‌ব না। বাঙ্গলায় বল্‌ছি—ওঠ, ওঠ, খাবার পূর্ব্বে আমার কতকগুলো নোট নকল ক'রে দিতে হবে।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) আচ্ছা চল দিচ্ছি।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) ওকে বুঝি তোমার নকল-নবিশী কর্ম্ম দিয়েছ?

সুরেশ। ওর হাতের ইংরিজী লেখাটি অতি সুন্দর। আর এমন পরিষ্কার ও নিখুঁত লেখে যে একটি কাট্‌তে কুট্‌তে হয় না। তাই আমি প্রায় ওকে দিয়ে নোটগুলো কাপি করাই।

এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র নয়ন-তারাকে নোটগুলি বুঝাইয়া দিতে গেলেন। তিনি নিজের পড়িবার ঘরের টেবলে ভগিনীকে বসাইয়া, বাতি, কালী, কলম, কাগজ প্রভৃতি দিয়া বলিয়া গেলেন, "তুই লেখ আমি আস্‌ছি।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে সেই গৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় আসিয়া দেখেন নয়ন-তারা লেখাতে নিমগ্ন। সুন্দর ললাট যেন দীপালোকে আভা উদ্গীরণ করিতেছে; বিমল গৌরবর্ণ কপোল যুগলে ভৃঙ্গরাজির ন্যায় কুন্তলরাজি পতিত হওয়াতে ভগিনীর মুখরাবিন্দ কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। নয়ন-তারা লিখিতেছেন ও দাড়িম্ববীজসম বিমল দন্তাবলীর দ্বারা বিম্ব-ফল-সদৃশ অধরপ্রান্ত বার বার চাপিতেছেন; তাহাতে সেই মুখারবিন্দের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে! সুরেশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একাগ্রচিত্তে সেই মুখখানি

দেখিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন—what a Jewel of a sister ! She is really charming ; no wonder that people should go mad after her.

যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহারা হয়ত বলিবেন—একি বেজায়, মনে মনে চিন্তা করিবে তাতেও ইংরাজী ? আমাদের অনেকের কিন্তু এই দশাই ঘটিয়াছে। আমরা ইংরাজীতে চিন্তা করি, বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া বলি। সুরেশচন্দ্র বাঙ্গালাতে চিন্তা করিলে বলিতেন—"বোনত নয় একটি রত্ন! বাস্তবিক রূপে যেন আলো ক'রে আছে! ওকে দেখে মানুষ যে পাগল হয় তাতে আর আশ্চর্য্য কি!" এরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠের দিকে দাঁড়াইয়া ভগিনীর লেখা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন—"What a fine hand you write"

নয়ন-তারা। (জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া) আবার ইংরিজী ?

সুরেশ। ওহো ভুল হয়েছে—তুই কি সুন্দর হাতে লিখিস্।

নয়ন তারা। ওকি বাঙ্গলা হলো? তোর লেখাটি বেশ সুন্দর বল্লেই ত হয়।

সুরেশ। অত ব্যাকরণের ভুল ধর্‌লে বাপু আমরা পেরে উঠব না। যা হোক, তুই কি মন নিমগ্ন করেই কাজ করিস্! আমি কখন এসেছি তা টেরও পাসনি। আর এই যে একজন ভদ্রলোকের মেয়ে এসে বসে আছে, তাও দেখিস্‌নি।

নয়ন-তারা। (নন্দরাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ওমা, বড় বৌ, কখন এসেছ ভাই ?

নন্দরাণী। প্রায় আধ ঘণ্টা।

নয়ন-তারা। ওমা, এতক্ষণ এসে বসে আছ! আমি কিছুই টের পাইনি।

সুরেশ। তুই যে সব কাজই ভাল করিস্, তার ভিতরকার কথা এই, যা করিস্ সমুদয় মন দিয়ে করিস্।

নয়ন-তারা। তাই ত ভাল, যা করা যায় সমুদয় মন দিয়ে করাই ত উচিত।

সুরেশ। উচিত তাতে কি আর সন্দেহ আছে; এইজন্যেই ত তোর হাতের লেখাগুলো পর্য্যন্ত নিখুঁত। এমন হাতের লেখা যার, তার যদি আর কোনও গুণ না থাকে, তাকে আমরা আপীষে ২৫।৩০ টাকা মাইনে দিয়ে রাখ্‌তে পারি।

Imp 4417 dt 12/10/09

নয়ন-তারা। কৈ আমি ত এত কেরাণীগিরি করি, আমাকে ত একটা পয়সাও দেও না।

সুরেশ। ঠিক বলেছিস্, আমার কাজটা বড় স্বার্থপরের মত হয়, আচ্ছা আমি তোকে মাইনে দেব, কত মাইনে নিবি বল্।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) কেন নিজেই ত বলেছ একটা কেরাণীকে যা দেও তাই দিও।

সুরেশ। আচ্ছা বেশ কথা। তোকে আমি মাসে পঁচিশ টাকা করে দেব।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) আমার টাকায় কাজ নেই, তুমি সেই পচিশ টাকা ঐ ভদ্রলোকের মেয়েকে দিও, তা হলেই আমাকে দেওয়া হবে।

সুরেশ। ওর টাকার অভাব কি? বাবার কাছে ৩০৲ টাকা মাসহারা পায়। তার পর আমার বাক্স হতে চুরী চামারি করে।

নয়ন-তারা। তুমি এমনি স্বামীই বটে, যে তোমার কাছে চুরি চামারি কর্‌তে হয়। তোমার বল্‌তে লজ্জা হলো না? তুমি কেন মাসহারা কিছু দেওনা?

সুরেশ। তা বুঝি দিই না? আমার পকেট খরচের জন্য মাসে ১৫০৲ টাকা রাখি, তার অর্দ্ধেক ওর। তার উপর আবার চুরি চ্যামারি করে।

নয়ন-তারা। ওমা তাই নাকি!

সুরেশ। তুই দেখ্‌ছিস্ কি, ও দারুণ কিপ্‌টে, ওকি কারুকে জান্‌তে দেয়, ওর বাক্স খুলে দেখিস্ দেখি কত টাকা জমিয়েছে।

নয়ন-তারা। যাও যাও তুমি বৌএর নিন্দে করো না, আমাদের বৌ লক্ষ্মী।

এই বলিয়া নন্দরাণীর কণ্ঠালিঙ্গন ও পার্শ্বে উপবেশন।

সুরেশ। আচ্ছা! এই কথা রৈল তুই মাসে মাসে আমার কাছে ২৫৲ টাকা করে পাবি।

নয়ন-তারা। আঃ দাদা তুমি কি পাগল হলে? সত্যি সত্যিই কি তোমার কাছে মাইনে চেয়েছি?

সুরেশ। তবে তোকে আর কোনও কাজ করে দিতে বল্‌ব না।

নয়ন-তারা। আচ্ছা! বাপু তোমার যা ইচ্ছে করো, আমি যে মাঝে মাঝে একটু একটু কাজ কর্‌তে পাই, তাতে বঞ্চিত করো না।

সুরেশ। তবে তাই হবে। ভাল কথা মনে, দেখ্‌ শনিবারে আমাদের

বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক আস্‌বেন; তিনি রবিবার এখানে থাকবেন; মিষ্টার মুখার্জ্জির বেলা যেমন ব্যবহার করেছিলি, তেমন যেন করিস্‌ নে। বেশ খাওয়াবি দাওয়াবি আপ্যায়িত করে ছেড়ে দিবি।

নয়ন-তারা। লোকটা কে?

সুরেশ। বাঁকুড়ার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ন্যাণ্ডে। (নয়ন-তারার হাস্য) হাস্‌লি যে?

নয়ন-তারা। ঐ জন্যেই ত বিলাত-ফেরতদের দেখ্‌তে পারিনি। আবার ন্যাণ্ডে কেন? নন্দী বললেই ত হয়।

সুরেশ। (বিরক্তভাবে) ঐ জন্যেই ত তোদের সঙ্গে বনে না; মেয়েমানুষ বড় narrow—শ্রীবিষ্ণু—সংকীর্ণ—অনুদার।

নয়ন-তারা। ও আবার কি?

সুরেশ। তুই যে বাঙ্গলার সঙ্গে ইংরেজী কথা মিশান পছন্দ করিসনে।

নয়ন-তারা। তাই বলে তোমার বিলাত-ফেরতেরা যে ইংরিজী ও বাঙ্গালা দুইএর শ্রাদ্ধ করে, সে কি ভাল? তা শুন্‌লে কেউ না হেসে থাক্‌তে পারে না। "তিনি আমার উপরে call করেছিলেন" "অমুক আজ আমাদের বাড়ীতে teaতে আস্‌বেন।" একি ইংরাজী না বাঙ্গলা?

সুরেশ। তোর যে দেখি বিলেত ফেরতের উপরে বিষম রাগ।

নয়ন-তারা। যা বল আর কও, তোমার বিলেত-ফেরত বন্ধুগুলি বাপু বড় ছেপ্‌লা। কি পা ফাঁক করে দাঁড়ায়, স্থান অস্থান জ্ঞান নেই, বয়সের বিচার নেই, পদের বিচার নেই, সকলের মুখেই চুরুটের ধোঁয়া দেয়, স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমন ভাল বিষয় নেই—এমন ভাল কথা নেই—যাকে ঠাট্টা করে না উড়ায়, বল্‌তে কি আমি এমন মানুষ ভাল বাসিনে।

সুরেশ। তুই যা বল্‌লি, কতকটা তা সত্যি! তবে সকলেই কি ঐ রকম?

নয়ন-তারা। আমি ত বাপু আর সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে যাই নি, তোমার যে দু'একজন বন্ধুকে বাড়ীতে এনেছ, তাদের আচার ব্যবহার যা দেখেছি, আর পার্টিতে নিমন্ত্রণে গিয়ে যা দেখেছি ও শুনেছি, তাতেই এ দলের উপরে আর শ্রদ্ধা ভক্তি নেই।

সুরেশ। কেন মিষ্টর মুখার্জ্জি ত এ প্রকৃতির লোক নয়।

নয়ন-তারা। রেখে দেও তোমার মুখার্জ্জি, সে লোকটাও ছেপ্‌লা। আচ্ছা বৌকে জিজ্ঞাসা কর; কি বল ভাই লোকটা ছেপ্‌লা নয়?

নন্দরাণী। (গম্ভীরভাবে) হাঁ, ছেপ্‌লা বৈ কি?

সুরেশ। সুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। তোর ইচ্ছেটা বুঝি কেউ হাস্‌বে না, খেল্‌বে না, আমোদ কর্‌বে না, সব একেবারে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হয়ে বসে থাক্‌বে।

নয়ন-তারা। কি আশ্চর্য্য! হাসি খেলা আমোদের কে নিন্দে কর্‌ছে? আমাদের বাড়ীতে হাসি খেলা আমোদ নেই? তুমি আমি হাসি খেলি না? গাই বাজাই না? হাসি খেলা এক, ছেপ্‌লাম আর এক; এ দুয়ের প্রভেদ কি তুমি বোঝ না।

সুরেশ। কিছুদিন পরে তুই একটা মস্ত বিশ্মী হয়ে যাবি দেখছি, যে গোঁড়া বেহ্ম তোর পেছনে লেগেছে! মাছ মাংস ছেড়েছিস্ কোন্ দিন যোগিনী সেজে বস্‌বি।

নয়ন-তারা। তুমি যদি অমন করে কথা বলো আমি এখানে থাক্‌বো না। (বলিয়া প্রস্থান)।

সুরেশ। নয়ন-তারা যাস্‌নে শোন্ শোন্,—ডাক্তার ন্যাণ্ডে কিন্তু সে রকম মানুষ নয়।

নয়ন-তারা। আচ্ছা দেখা যাবে। (প্রস্থান)

সুরেশ। (নিজ পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া) দেখেছ, যেই হরেনের প্রতি একটু কটাক্ষ করেছি, অমনি একেবারে ফোঁস্ করে উঠেছে।

নন্দরাণী। তোমার কিন্তু অমন করে ঠাট্টা করা ভাল হয় নি।

ইতিমধ্যে নন্দরাণীর খোকাবাবু মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠাতে তিনি তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। আহারের সময় উপস্থিত, সুরেশচন্দ্র ও আহারের স্থানে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্নে কালেজের ছুটীর পর বিদ্যারত্ন মহাশয় আসিয়া নয়ন-তারাকে সংস্কৃত পড়াইতেছেন। পাঠ্য গ্রন্থ রঘুবংশ। যে স্থানটা পড়িতেছেন সেটা অজ-বিলাপ। অজরাজা ইন্দুমতীর অপমৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া বলিতে-ছেন ;—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥

"হে প্রেয়সি! তুমি আমার গৃহিণী, আমার মন্ত্রী, আমার নির্জ্জনের সখী, নৃত্য গীতাদি বিদ্যাতে আমার প্রিয়শিষ্যা ছিলে; বল নির্দ্দয় মৃত্যু তোমাকে হরণ করিয়া আমার কি হরণ করিতে বাকি রাখিল ?"

এই কবিতাটী পড়া হইলেই নয়ন-তারা বলিলেন—"এটা ত সেকালের লোকের মত কথা নয়, এ যে এ কালের সভ্য সমাজের কথা।

বিদ্যারত্ন। কেন ?

নয়ন-তারা। স্ত্রী-পুরুষের সখী, এটা ত সেকালের ভাব নয়, এটা যে ইংরিজী ভাব। কালিদাসের কি আশ্চর্য্য কবিত্ব-শক্তি, তাঁর কবিতা পড়্‌তে পড়্‌তে কোন কোনও স্থানে ভুলে যেতে হয় যে তিনি সেকালের লোক।

বিদ্যারত্ন। এটা আবার নূতন কথা কি ? "মিথঃ" কথাটা ভুলো না ; সকলের স্ত্রীই ত নির্জ্জনের সখী।

নয়ন-তারা। আপনি যদি ইংরিজী জান্‌তেন তবে আমার ভাব বুঝ্‌তে পারতেন। ইংরিজীতে Companionship বলে একটা কথা আছে, সেইটে মনে করেই আমি কথাটা বল্‌ছি।

বিদ্যারত্ন। সে কথাটার অর্থ কি ?

নয়ন-তারা। সেটার অনুরূপ বাঙ্গালা কথা মেলা ভার। স্ত্রী,গার্হস্থ্যে,ভোগে, সুখে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, পুরুষের সহচরী—এই বল্‌লে যা বুঝায়।

বিদ্যারত্ন। বাঃ সুন্দর রূপে প্রকাশ করেছ ত! এ ভাবটা কি সেকালে

ছিল না? বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, নলের দময়ন্তী, সত্যবানের সাবিত্রী কি এইভাবে পত্নী ছিলেন না?

নয়নতারা। ওত আপনি দু-চারটা পুরাণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর্‌লেন। আমি সেকালের ভাবটার কথা বলছি।

এমন সময়ে হরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত।

বিদ্যারত্ন। এই যে হরেন বাবু এসেছেন, উনি ত একজন সংস্কৃতজ্ঞ লোক, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

হরেন্দ্র। আপনি আমাকে সংস্কৃতজ্ঞ বল্‌বেন না; আপনার সমক্ষে আমার সংস্কৃতজ্ঞতার উল্লেখ ক'রলে লজ্জা হয়।

বিদ্যারত্ন। (নয়ন-তারার প্রতি) হরেন বাবুকে কবিতাটা পড়ে শোনাও ত।

নয়ন-তারা পড়িয়া শুনাইলেন।

(হরেন্দ্রের প্রতি) স্ত্রী পুরুষের সখী এ ভাবটা কি আমাদের দেশে সেকালে ছিল না?

হরেন্দ্র। কেন থাক্‌বে না? অনেক স্থানে আছে। তবে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের প্রতি বার বার এই আদেশ আছে যে পতিকে গুরুভাবে দেখ্‌তে হবে। তাই সেই ভাবটাই এ দেশে প্রবল হয়েছে। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে প্রণয় জন্মে বিবাহের নিয়ম থাকাতে সখীভাবটাই প্রবল—এইমাত্র প্রভেদ।

বিদ্যারত্ন। (একটু হাসিয়া) বাঃ বেশ মীমাংসা করে দিয়েছেন ত, আর কথাটাও ঠিক।

এই বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। নয়ন-তারা উঠিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। পণ্ডিত মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আয়ুষ্মতী হও, সকল বিদ্যা তোমাকে আশ্রয় করুক।" প্রতিদিন পড়াইয়া যাইবার সময় নয়ন-তারা এইরূপে পদধূলি লইয়া থাকেন এবং বিদ্যারত্ন মহাশয়ও এই প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় চলিয়া গেলে দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

হরেন্দ্র। আপনিত খুব, এক বৎসরের মধ্যে রঘুবংশ পর্য্যন্ত পড়ে ফেললেন।

নয়ন-তারা। তার আর কি, আমার ত বোধ হয় সকলেই পারে।

হরেন্দ্র। ও বাবাঃ—আমরা চারি বৎসরে রঘুবংশের ক্লাসে এসেছিলাম।

নয়ন-তারা। কত ছেলে বেলায় পড়তে আরম্ভ কর্‌তে হয়েছিল তা মনে আছে? তার সঙ্গে তুলনায় আমি ত বুড়ো ধাড়ি। আপনি এখন যদি একটা নূতন ভাষা শিখ্‌তে আরম্ভ করেন, আপনি এক বৎসরে ঢের পড়ে ফেলতে পারেন।

হরেন্দ্র। এ কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। রঘুবংশ আপনার লাগছে কেমন?

নয়ন-তারা। একটা আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে ও কালিদাসের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে।

হরেন্দ্র। সেটা কি?

নয়ন-তারা। রঘুবংশ ত একটা রাজাদের কুলুজী মাত্র, এক গ্রন্থে এত রাজার উল্লেখ, এরূপ গ্রন্থকে মনোরম করা ভয়ানক কঠিন কথা। কিন্তু প্রতিভার কি আশ্চর্য্য শক্তি! কালিদাস যেন শুষ্ক কাঠ হতে সুমধুর রস বাহির করেছেন! অজ-বিলাপটা কি সুন্দর! এক একটা কথা যেন প্রাণে পড়ে থাকে।

হরেন্দ্র। তা না হলে আর প্রতিভা কি! এর পরে যখন অভিজ্ঞান শকুন্তলং পড়্‌বেন তখন দেখ্‌বেন কালিদাসের প্রতিভার কি ইন্দ্রজাল রচনার শক্তি।

নয়ন-তারা। পণ্ডিত মশাই বলেছেন আর ছ-মাস পরেই আমাকে শকুন্তলা পড়াতে আরম্ভ কর্‌বেন।

হরেন্দ্র। বিদ্যারত্ন মশাই যদি দয়া করে বরাবর পড়ান, তা হলে আপনি দু-বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠবেন।

নয়ন-তারা। পণ্ডিত মশাই না পড়ান আপনি আমাকে পড়াবেন।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) আমি ত ভারি পণ্ডিত!

নয়ন-তারা। দেখুন, সে দিন যে বৈ খানা দিয়ে গিয়েছেন, সে খানা কি সুন্দর! বাবা ত পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমাকে বলেছেন এ বৈ খানা পড়লে স্ত্রীজাতির প্রতি দশগুণ শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

হরেন্দ্র। ঠিক বলেছেন, আমিও তাই অনুভব করেছি।

নয়ন-তারা। আমার ত আর এক প্রকার ভাব মনে এসেছে। এ জগতে স্ত্রীলোকের জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব যে কত তা যেন কতকটা বুঝ্‌তে পেরেছি।

হরেন্দ্র। আপনি স্ত্রীলোক কিনা, আপনার ঐ প্রকার মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

নয়ন-তারা। আমার হাতে লাইব্রেরির দরুণ আবার কিছু টাকা জমেছে। বলুন ত কি বৈ কিনি? আপনার কি কোন বৈ পড়তে ইচ্ছে করছে? বৈ গুলো কেনবার সময় যে গুলোর দরকার হচ্চে সেইগুলো কেনাই ভাল।

হরেন্দ্র। অনেক দিন হলো ডারউইনের Origin of Species খানা একবার চেয়ে পড়েছিলাম আবার পড়তে ইচ্ছে হয়েছে।

নয়ন-তারা। বেশ কথা ১০৲ টাকা দিচ্চি কালই কিনে আনুন; বৈ খানা আমার লাইব্রেরিতে থাকা দরকার। আর ১০৲ টাকা দিচ্চি একখানা শেলি কিনে আনবেন। বাবার লাইব্রেরিতে যে শেলিখানা আছে সে ১৮৩৯ সালের মিসেস শেলির এডিশন। আমি একখানা নূতন এডিশন রাখতে চাই।

হরেন্দ্র। বটে! ১৮৩৯ সালের মিসেস শেলির এডিশন, এটা ত দেখবার মত জিনিস।

নয়ন-তারা। দেখবেন? (আলমারি হইতে পুস্তক খানি আনিয়া হরেন্দ্রের হস্তে হর্পণ)। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে Love's Philosophy নামক একটী কবিতার উপরে হরেন্দ্রের দৃষ্টি পতিত হইল। হরেন্দ্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

The fountains mingle with the river,
And the river with the ocean,
The winds of heaven mix for ever,
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single,
All things, by a law divine,
In one another's being mingle,
Why not I with thine?

এইটী পড়িয়া হরেন্দ্র এমনভাবে নয়ন-তারার মুখের দিকে চাহিলেন যে চক্ষে চক্ষে মিলিয়া যুগপৎ দুজনের মুখে হাসি প্রকাশ পাইল।

নয়ন-তারা। ওটা দুষ্টুমি করে আমাকে শোনাবার জন্যে পড়লেন,—না?

হরেন্দ্র। সত্য তা নয়, পাতা উলটাতে উলটাতে চোকে পড়লো, তাই পড়লাম; এটা আমি আগে কখনও পড়িনি?

নয়ন-তারা। আচ্ছা এই কয় পংক্তি কেমন সুন্দর দেখুন না কেন!

কেমন একটা অস্ফুট অথচ মহৎ ভাব হৃদয়ে এনে দিচ্চে! যেন সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডটা একটা ডোরে বাঁধা, সে ডোরটা প্রেম! আমার বোধ হয় শেলির কবিতার বিশেষত্বই এই যে যতটা ভাব ব্যক্ত করে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক ভাব হৃদয়ে জাগায়ে দেয়! একটা ভাবাবেশে মনকে আচ্ছন্ন করে; কিন্তু পরিষ্কাররূপে ভিতরকার কথাটা যেন ধরতে পারা যায় না।

হরেন্দ্র। এই জন্যেই ত শেলিকে লোকে mystic (ভাবুক) বলে।

এই বলিয়া তিনি পাতা উলটাইয়া মিসেস্ শেলির লিখিত ভূমিকাগুলি পড়িতে লাগিলেন।

নয়ন-তারা। (বৈখানি কাড়িয়া লইয়া) ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে এসে কে কোথায় বৈ পড়ে! পড়বার ঢের সময় আছে। না হয় যাবার সময় বৈখানা নিয়ে যাবেন।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) আচ্ছা তাই দিন, আমিত এখনি যাচ্চি (গমনোদ্যত)।

নয়ন-তারা। অত ব্যস্ত কেন একটু বসুন না। একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র। কি কথা।

নয়ন-তারা। সেটা উড়ু উড়ু মনে শোনবার কথা নয়। তবে এখন থাক্ পরে হবে।

হরেন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) আমি এখনও আধ ঘণ্টা বসতে পারি, বলুন শুনছি।

নয়ন-তারা। (গম্ভীরভাবে) কথাটা এই, সে দিন বলছিলেন যে সেকালের লোকে যেমন প্রতিদিন সন্ধ্যা আহ্নিক করে, আমাদেরও তেমনি প্রতিদিন ঈশ্বর-চিন্তাতে কিছুক্ষণ মন দেওয়া উচিত; সে কথাটা মনে লেগেছে। কিন্তু আমার যেন মনে হয় এই সম্পদ ঐশ্বর্য্যের ভিতরে থেকে ধর্ম্ম হবে না। সেই যে এক জন ফকীরের গল্প শুনেছিলাম তাই যেন ঠিক।

হরেন্দ্র। কোন্ গল্পটা বলুন দেখি?

নয়ন-তারা। সেই যে একজন ধার্ম্মিক নবাব একবার আপনার রাজপ্রাসাদের উপরে শয়ন ক'রে আছেন, দাস দাসীরা সেবা করছে, এমন সময় হঠাৎ একজন ফকীর সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যেন কি হারিয়েছে, এরূপ করে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লেন। নবাব সাহেবের প্রতি লক্ষ্যও কর্‌লেন না।

নবাবের বড় আশ্চর্য্য মনে হ'ল। তিনি লোকটিকে আপনার নিকট ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি কি খুঁজছ?" ফকীর উত্তর কর্‌লেন, "আমার উট হারিয়েছে তাই খুঁজছি।" নবাব সাহেব হেসে বল্‌লেন, "তুমি কোথাকার পাগল! রাজপ্রাসাদের উপর কি উট থাকে?" ফকীর উত্তর কর্‌লেন, "তুমি যদি সম্পদ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ধর্ম্ম পেতে পার, আমি কি রাজপ্রাসাদের উপর উট পেতে পারি না?" আমার যেন মনে হয় ফকীরের উপদেশের ভিতর কিছু সত্য আছে।

হরেন্দ্র। গল্পটী বেশ, আমি কিন্তু বলি বনে গিয়ে ঈশ্বর-সাধনা করা অপেক্ষা, ধন সম্পদের ভিতর থেকে, জেদ্‌টা বজায় রেখে, সাধনা কর্‌তে পারা অধিক প্রশংসার বিষয়।

নয়ন-তারা। তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পারি কৈ?

হরেন্দ্র। আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠা নাই, মানুষের যদি নিষ্ঠা থাকে, সে যেখানে থাক, যে অবস্থায় থাক, আপনার পরমার্থ ভোলে না। আমার মায়ের কথাই কেন ভাবুন না, সংসারের কোনও কাজেই ত তাঁর পরমার্থের ব্যাঘাত হয় না।

নয়ন-তারা। (করযোড় করিয়া) আপনার মায়ের চরণে আমার প্রণাম। তিনি সাধারণ স্ত্রীলোক নন্। আপনার মুখে শুনে যা মনে করেছিলাম, সে দিন কল্‌কেতায় মায়ের সঙ্গে যাদুঘর দেখ্‌তে গিয়ে সেখানে তাঁকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে, তার চেয়ে বেশী দেখেছি। আহা! মানুষের মুখে ভক্তি ও বিনয় এমন ফেটে পড়ে তা আগে জান্‌তাম না।

হরেন্দ্র। বটে! আমার মাকে আপনি দেখেছেন।

নয়ন-তারা। তিনি কালীঘাট হ'তে ফের্‌বার সময় যাদুঘর দেখ্‌তে এসে-ছিলেন। আমাদের রামা চাকর মার কাণে কাণে বল্‌লে, যে তিনি আপনার মা। তখন মা তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌লেন। আমিও দুই একটা কথা বল্‌লাম। আহা! যেন আমরা তাঁর কত দিনের আত্মীয়!

হরেন্দ্র। আজত মা বিধবা, তাঁর সধবা অবস্থাতেই বিধবার অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখেছি।

নয়ন-তারা। এমন মা যার তার কি ধর্ম্মে মতি না হয়ে যায়? যে আপনার

মাকে দেখেছে, সেই আপনাকে বুঝেছে। আচ্ছা বলুন ত, আমরা কেন এমন অধম হলাম, ওঁদের সদ্‌গুণ আমরা কেন হারালাম ?

হরেন্দ্র। আরও শুনুন, আমি বাড়ীতে গিয়ে রাত্রে যখন শুয়ে থাকি, তিনি নিজের মালা জপা শেষ করে, শয়নের পূর্ব্বে প্রতিদিন আমার শয়ন-গৃহে এসে নিজের পদধূলি নিয়ে আমার মাথায় দেন ও ইষ্টদেবতার নিকটে আমার জন্য প্রার্থনা করেন। এটী তাঁর নিত্য কর্ম্ম।

নয়ন-তারা। আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে সেই পদধূলি ও প্রার্থনার জোরে আপনি এরূপ হয়েছেন ?

হরেন্দ্র। তাতে কি সন্দেহ আছে ? সন্তানের প্রতি এরূপ স্নেহ আমি আর দেখি নাই। একলা মায়ের একলা ছেলে বলে বুঝি এতটা! আমি বালক-কালে গ্রামে থাক্‌তে একদিন দুঃখ করে বলেছিলাম, আমার বাপ্‌ নাই, কেউ নাই, লেখা পড়া হলো না, বাবা যদি থাক্‌তেন, আমাকে কল্‌কেতায় রেখে পড়াতেন। মার প্রাণে সেই কথা শেলসম বিঁধে ছিল। দরিদ্রা অনাথা বিধবা কি করেন, আমাকে কিছু না বলে ধনীদের দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়ালেন, তাতে কিছুই হলোনা ; অবশেষে নিজে রাঁধুনী বামনী হয়ে কল্‌কেতায় এলেন ও আমাকে এনে লেখা পড়া শেখালেন। (বলিতে বলিতে হরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল, মুখ ফিরাইয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন)।

নয়ন-তারা। (অঞ্চলে নিজ অশ্রু মুছিয়া) আপনি কি মনে করেন এ তপস্যা বৃথা যাবে ?

হরেন্দ্র উঠিতে উদ্যত।

নয়ন-তারা। (ব্যগ্রতা সহকারে) আর একটু বসুন!

হরেন্দ্র। পটলা টুনীর পড়বার সময় হলো।

নয়ন-তারা। এখনও দেরী আছে।

হরেন্দ্র আবার বসিলেন।

নয়ন-তারা। আপনার মুখে আপনার মায়ের যে উদার ভাবের কথা শুনি তাতে মন বড়ই মুগ্ধ হয় ; মনে হয় এমন মানুষের কাছে যদি কিছুদিন থাকি তা হলে মানুষ হয়ে যেতে পারি।

হরেন্দ্র। (মনে মনে) "সেদিন কি আর হবে ! ভগবান কি এমন করবেন

যে তুমি আমার মার কাছে থাক্‌বে, আমার ঘর আলো কর্‌বে, সে আশা ত নাই। তুমি কোথায় আর আমি কোথায়!" (প্রকাশ্যে) বাস্তবিক এমন উদারতা আমি দেখি নাই। আমার বোধ হয় উদারতা প্রকৃত ভক্তির একটা লক্ষণ। যতক্ষণ কারুর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব থাকে, ততক্ষণ হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয় না। মা আমার ভক্ত মানুষ, তাই কাহারও প্রতি দ্বেষ নাই।

নয়ন-তারা। আমরা কি ইংরিজী পড়ে খারাপ হ'য়ে গিয়েছি? লোককে ঘৃণা কর্‌তে শিখেছি। দেখুন আমি যে বিলেত ফেরতদের ঘৃণা করি, সেটা কি আমার দোষ? আমি কি ভক্তি পাব না?

হরেন্দ্র। (ঈষৎ হাসিয়া) কেন তাদের ঘৃণা করেন?

নয়ন-তারা। তাদের চাল চলন আমার ভাল লাগে না। এই দেখুন না কেন শনিবার বিকালে আমাদের বাড়ীতে একজন বিলেত-ফেরত ভদ্রলোক আস্‌বেন, আগে হতেই যেন মনটাতে ভাল লাগ্‌ছে না।

হরেন্দ্র। বিলেত-ফেরত লোকটা কে?

নয়ন-তারা। জানেন না,—ডাক্তার হ্যাণ্ডে!

হরেন্দ্র। ওঃ তা আর জানি না!

নয়ন-তারা। এ লোকগুলোকে আমি দেখতে পারি না। শুনেছি এই লোকটার নাকি টয়লেট কর্‌তে এক ঘণ্টা যায়, নাইতে তিন রকম সাবানের দরকার, সঙ্গে সঙ্গে চারি পাঁচ রকম সুগন্ধি ফেরে, ৩৮৲ টাকা ডজনের মোজা না হলে পায় দেন না, দেখছেন কিরূপ বাবুয়ানা। দাদা ত এই লোকগুলোকে দেখে একেবারে মুগ্ধ! আমার ত এদের সঙ্গে মিশতেই ইচ্ছে করে না।

হরেন্দ্র। তা বল্‌লে কি হয়, শাস্ত্রে বলে "সর্ব্বদেবময়ো তিথিঃ," অতিথির সেবা কর্‌লে সকল দেবতার অর্চ্চনা করা হয়।

নয়ন-তারা। তা ত ঠিক কথা, আতিথ্য গৃহীর গৃহধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে আমাদের ক্রটী হবে না।

হরেন্দ্র। তা আমি জানি, যে সুরেশ বাবু আছেন, তিনিই তাঁকে মাথায় করে তুল্‌বেন।

নয়ন-তারা। দাদার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি।

হরেন্দ্র। মনের কথাটা আপনি বুঝতে পারেন না? ঘরে বিবাহের উপযুক্ত বোন্ না থাক্‌লে কি এত গরজ হত?

নয়ন-তারা। তা আর বুঝিনে, সেইজন্যই ত ওদের ত্রিসীমায় যেতে চাইনে।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) তা মন্দ কি, কোন্ দিন দেখবো কোন্ বিলেত ফেরত বারিষ্টারের ঘর আলো কর্‌ছেন। (গমনোদ্যত)।

নয়ন-তারা। (দ্বার আগুলিয়া) আপনিও দাদার মত মানুষকে জ্বালাতন কর্‌তে শিখেছেন? বলুন, অন্যায় হয়েছে, আর এমন কর্‌বো না, তা না হলে দোর ছাড়বো না।

হরেন্দ্র। অন্যায় হয়েছে আর এমন কর্‌বো না।

নয়ন-তারা। (ঈষৎ হাসিয়া দ্বার ছাড়িয়া) আবার কখন আস্‌বেন?

হরেন্দ্র। পরশু বৈকালে।

নয়ন-তারা। আপনার ত এখন কালেজে কাজের ভিড় নেই, কাল দুপুর বেলা একবার আস্‌তে পারেন না?

হরেন্দ্র। কাল বৈখানা কিন্‌তে যেতে হবে।

নয়ন-তারা। হাঁ হাঁ সেটা আগে। (হরেন্দ্রের প্রস্থান)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে শনিবার ডাক্তার ন্যাণ্ডের আসিবার কথা, তৎপূর্ব্ব দিন রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর তারাপদ বাবুর প্রথম পুত্র বিনোদ আসিয়া উপস্থিত। অভিপ্রায় যে নয়ন-তারাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে। তারাপদ বাবু কয়েক দিন জ্বরে ক্লেশ পাইতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার এক প্রকার বাতিকের জ্বর হয়; তখন তিনি নানা প্রকার বকেন; বিকট চীৎকার করেন; মুখে বাদ্যের বোল বাজান; ও পরিবার পরিজনের প্রতি ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাকে কেহই সামলাইতে পারে না। এবার জ্বরটা কিছু জোরে আসিয়াছে। এবার বিশেষের মধ্যে দুই দিন হইতে এই বুলি ধরিয়াছেন, "আমি এ যাত্রা আর বাঁচ্‌ব না; নয়ন-তারাকে আন, তাকে একবার দেখ্‌ব।" জ্বরটা অধিক হইলেও পরিবারস্থ কেহই ভয় পায় নাই; কিন্তু নয়ন-তারাকে না আনিলে আর চলিতেছে না। দিনের মধ্যে দুই শতবার ত্বরা দিতেছেন। অবশেষে খুড়ী ঠাকুরাণী গত্যন্তর না দেখিয়া নয়ন-তারাকে আনিবার জন্য বিনোদকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নয়ন-তারাকে আনিতে পাঠাইবার আরও একটু উদ্দেশ্য আছে। খুড়ার উপরে নয়ন-তারার কি এক আশ্চর্য্য শক্তি, তিনি কাছে আসিলে, হাঁক ডাক, দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়! তাঁহার কোলে মাথা দিয়া কচি ছেলেটীর মত ঘুমাইয়া পড়েন। "কাকা অবুধটা খাও" বলিলেই হাঁ করিয়া ঔষধটা খান। এজন্য কাকার পীড়া হইলে মধ্যে মধ্যে নয়ন-তারাকে কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া থাকিতে হয়। কাকীমা হাসিয়া বলেন—"তুই বাপু এখানে থাক্, না হয় দু'খানা হ, একখানা চুঁচড়াতে থাক্ একখানা এখানে থাক্, আমি তোর কাকাকে বাগাতে পারি না।" ইহা শুনিয়া বাড়ীর অপরাপর মহিলারা বলেন—"তাইত ও যেন কি যাদুমন্ত্র জানে।" এ বারেও কাকীমা লইবার জন্য পাঠাইয়াছেন; যাইতেই হইবে। কিন্তু একটা ভাবনা তৎপর দিন ডাক্তার ন্যাণ্ডে আসিবেন তাঁহার আতিথ্যের ব্যবস্থা কে করে? গৃহিণীর ত এ সকল আসে না। নব্য-তন্ত্রের অতিথিদের মন যোগান তাঁর কর্ম্ম নয়। নন্দরাণী নিজের ছেলে মেয়ে

লইয়া ব্যস্ত, অতিথির দিকে অধিক সময় ও মন দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। সৌদামিনী ছেলেমানুষ, তাকে পশ্চাতে থাকিয়া কাজ করাইতে হয়; এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া শেষে স্থির হইল তিনি কলিকাতায় গিয়া, খুড়া মহাশয়ের কাছে এক রাত্রি থাকিয়া, পরদিন বৈকালে ৪টার গাড়িতে চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিবেন। তদনুসারে তিনি বিনোদের সঙ্গে কলিকাতায় গেলেন।

তারাপদ রায় মহাশয় অতিশয় প্রেমিক লোক। জ্যেষ্ঠের সন্তানগুলিকে নিজ সন্তান হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন না। সর্ব্বদাই তাহাদিগকে এ বাড়ীতে আনাইয়া থাকেন। তাহারা আসিয়া ছেলেদের সঙ্গে ছুটাছুটী করে, আবদার করিয়া খায়, খুড়ীমার উপরে দৌরাত্ম্য করে, ইহা দেখিতে তাঁর বড় সুখ হয়। আর তাহারাও খুড়া খুড়ীর কাছে এত আব্দার করে, যে নিজ পিতা মাতার কাছে যেন ততটা করে না। নয়ন-তারার ত কথাই নাই। তাঁহার প্রতি খুড়া খুড়ীর ভালবাসার যেন সীমা নাই। নয়ন-তারা খুড়াকে যাহা করিতে বলেন তাহাতে দ্বিরুক্তি নাই। তাহার একটা প্রমাণ দিতেছি, তারাপদ রায় পূর্ব্বে একটু একটু সুরা পান করিতেন; কখনও কখনও তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় যাইত; তখন বাড়ীতে গৃহিণীর উপরে দৌরাত্ম্য করিতেন। ইহা শুনিয়া একদিন নয়ন-তারা বলিয়াছিলেন, "কাকা তুমি যদি মদ না ছাড়, আমরা তোমার বাড়ীতে আস্‌বো না, আর তোমাকে ভালবাস্‌বো না।" হায়রে স্নেহের কি শক্তি! অপরের শত তর্ক যুক্তিতে যাহা না হয় অনেক সময় স্নেহে তাহা করে! তারাপদ বাবু সেই অবধি মদ ছাড়িয়াছেন। সেজন্য কাকীমা নয়ন-তারার প্রতি বড়ই প্রসন্ন। আজ নয়ন-তারা আসিলে তিনি বলিলেন,—"এলি মা বাচালি, আজ দুদিন বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির ক'রে তুলেছেন। সর্ব্বদাই বল্‌ছেন,—"কৈ নয়ন-তারা এলো না।" নয়ন-তারা কাকীমা ও অপরাপর মহিলাদিগের সহিত ধীরে ধীরে খুড়া মহাশয়ের শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রোগ-শয্যার নিকট গিয়া দেখেন, তিনি যেন ঘুমাইতেছেন। আস্তে আস্তে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই এক মিনিটের মধ্যে কনিষ্ঠ রায় চক্ষু মেলিয়া নয়ন-তারার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। নয়ন-তারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে কাকা?" খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"আমার মা এসেছেরে, আমার বাবা এসেছেরে!" এই বলিয়া বাহুদ্বারা নয়ন-তারার

কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক, তাঁহার মস্তক নিজ বক্ষের উপরে লইয়া, তাঁহার মস্তকে, কেশে, কপালে, কপোলে, ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া উপস্থিত সকলের চক্ষে জল আসিল।

নয়ন-তারা। কেন কাকা তুমি ভয় পেয়েছ? এ সামান্য জ্বর, তুমি শীঘ্র সেরে উঠ্‌বে।

তারাপদ। তুমি যখন এসেছ তখন আমি সেরে উঠ্‌বো মনে হচ্চে।

নয়ন-তারা। হাঁ তুমি নিশ্চয় সেরে উঠ্‌বে। এই দেখ না কাল সকালে তোমার জ্বর ছাড়বে।

এই বলিয়া তিনি খুড়ীমার নিকট হইতে ঔষধপত্র বুঝিয়া লইয়া, অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন ও পিতৃব্যের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইলেন। সে রাত্রি তাঁহার পিতৃব্যের শয়ন-মন্দিরেই অতিবাহিত হইল। কিন্তু কি কারণে জানি না, নয়ন-তারার আগমন জনিত আনন্দেই হউক বা রোগের স্বাভাবিক গতি বশতঃই হউক, যিনি তৎপূর্ব্বে তিন রাত্রি বাড়ীশুদ্ধ লোককে ঘুমাইতে দেন নাই, তিনি সে দিন রাত্রে ঘুমাইতে লাগিলেন; এবং পরদিন প্রাতে সত্য সত্যই তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। পাড়ার লোকে বলিল,—"ওঁর পীড়া হ'লে আর ডাক্তার ডেক না, নয়ন-তারাকেই এন।" বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিলেন,—"ওমা মেয়েটা যেন জান, যা বল্‌লে তাই হলো, সকালে জ্বরটা ছাড়লো।"

পরদিন দুপর বেলা নয়ন-তারা অনেক করিয়া চুঁচড়ার বাড়ীতে যাইবার জন্য পিতৃব্যের নিকটে ছুটী লইলেন এবং চারিটার ট্রেণে যাইবার জন্য বিনোদের সহিত যাত্রা করিলেন। চুঁচড়া হইতে আসিবার সময় জননী এক বস্তা ভাল মিহি বাঁক্‌তুলসী চাউল লইয়া যাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন; তদনুসারে প্রায় দেড় মোণ একটী চাউলের বস্তা সঙ্গে আছে। তাঁহারা সেকেণ্ড ক্লাসে যাইবেন। বিনোদ টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া, ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ীতে তাহার একটী সহাধ্যায়ী বন্ধু যাইতেছে, তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। নয়ন-তারার একলা থাকিতে ভাল লাগিল না। সেই গাড়ীতে অপর পার্শ্বে দুইটী বাবু বসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতি কেমন কেমন ভাবে তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল বিনোদ

শীঘ্র শীঘ্র ফিরিলে ভাল হয়। বিনোদ আর ফেরে না ; ক্রমে শেষ ঘণ্টা দিল ; গার্ডের বাঁশীতে ফুঁ পড়িল ; তখনও বিনোদের দেখা নাই। অবশেষে দেখা গেল বিনোদ ছুটিয়া আসিতেছে ; কিন্তু ব্যস্ততা বশতঃ প্রকৃত গাড়িখানি দেখিতে না পাইয়া, ছুটিয়া সম্মুখ দিকে চলিয়া গেল ; সেখানে সেকেণ্ড ক্লাসে নয়ন-তারাকে না পাইয়া আবার পশ্চাতে আসিল ; তখন গাড়ী ছাড়িয়াছে। বিনোদ আর উঠিতে পারিল না। বাহির হইতে নয়ন-তারার টিকিটখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"বড়দি ! হুগলীতে নেমো, বাড়ী হ'তে গাড়ী আস্‌বে ; নিশ্চয় কেউ আস্‌বেন।" এরূপ ঘটনাটা নয়ন-তারার ভাল লাগিল না। কিন্তু উপায় কি ? বাবু ছুটী তাঁহার এই বিপদ দেখিয়া নিজ নিজ হাতে মুখ আড়াল করিয়া, পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, হাসিতে লাগিলেন ও পরস্পরকে চুপে চুপে কি বলিতে লাগিলেন। নয়ন-তারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে লইয়াই হাসাহাসি হইতেছে। সে গাড়িতে একটী ইংরাজ ছিলেন, তিনি এক পার্শ্বে বসিয়া নিমগ্নচিত্তে আপনার কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

এ দিকে চুঁচড়ার বাড়ীতে যথাসময়ে গৃহিণী ঠাকুরাণী ষ্টেশনে গাড়ী লইয়া যাইবার জন্য হুকুম দিলেন। গাড়ী প্রস্তুত হইল। টুনী বলিল—"মা, আমি দিদীকে আন্‌তে যাব।"

গৃহিণী। তুই কি একা যাবি, সঙ্গে যাবে কে ?

টুনী। হলোই বা একা, বাড়ীর গাড়ী ত ?

গৃহিণী। না তা হবে না, পটলাকে ডাক ; সে যদি যায়।

পটলা যাইতে রাজি হইল না। তখন হরেন্দ্র পড়াইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া গৃহিণী তাঁহাকে টুনীর সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হরেন্দ্র যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এই সব করিতে করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। অবশেষে হরেন্দ্র টুনীকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

ওদিকে নয়ন-তারার ট্রেন হুগলীতে আসিয়া লাগিল। তিনি দেখিলেন প্লাটফরমে পরিচিত কেহ নাই। তখন চাউলের বস্তা নামাইবার জন্য নিজে কুলী ডাকিতে লাগিলেন। রমণীর ক্ষীণ স্বর সেই গোলমালের মধ্যে কি কুলীদের কাণে যায় ! কোনও কুলী সে দিকে আসিল না। এদিকে চাউলের বস্তাটী একেবারে দ্বারের সম্মুখে আছে ; সেটী না নাড়াইলে দ্বার খুলিয়া নাম

যায় না। নয়ন-তারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃথা টানাটানি করিতে লাগিলেন। ওদিকে গাড়ী ছাড়িবার অল্প বিলম্ব আছে। অবশেষে তিনি কোনও রূপে নামিয়া চাউলের বস্তাটী টানিতে লাগিলেন। বাবু দুটীও সেই সঙ্গে নামিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন, ও একজন পরিচিত ব্যক্তির সহিত অতি অভদ্র ও জঘন্য ভাষায় ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ইংরাজ ভদ্রলোকটীর দৃষ্টি হঠাৎ তাঁহার দিকে পতিত হইল। তিনি এক লাফে আসিয়া বস্তাটী নামাইয়া দিয়া গাড়িতে উঠিলেন। ইহাতেও বাবু দুটীর লজ্জা হইল না; বরং তাঁহারা ইংরাজটীর বস্তা নামান লইয়া অনেক কুৎসিত কথা বলিতে লাগিলেন। নয়ন-তারাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ হলে, বস্তা নামান কেন বাড়ী পর্য্যন্ত বয়ে দিতে পারি।" শেষে তাঁহাদের অভদ্র আলাপ এতদূর মাত্রায় গেল, যে নয়ন-তারা দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টকর বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে ভাবিলেন, লেডীদের ওয়েটিং রুমে গিয়া বসি গাড়ী এলে যাব"। এই ভাবিয়া ওয়েটিং রুমের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি বাবু দুটী তাঁহার গা ঠেলিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নয়ন-তারা বুঝিলেন গতিক ভাল নয়। তখন ওয়েটিং রুমে যাইবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। স্থির করিলেন যে বস্তাটা কুলীর মাথায় তুলিয়া নিজে গাড়ী ভাড়া করিয়া ঘরে যাইবেন। এই বলিয়া আবার বস্তার নিকটে গেলেন। ইত্যবসরে হরেন্দ্র টুনীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত!

নয়ন-তারা। আপনি এসেছেন বাঁচলাম। বিনোদ গাড়ীতে উঠ্‌তে পারেনি। আমি চেলের বস্তাটা নিয়ে বিপদে পড়েছি।

আসিবার সময় বাবু দুটীর কি কথা হরেন্দ্রের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাতেই তাঁর মন তখন পূর্ণ। তিনি বলিলেন—"লোক দুটো কি অসৎ—ওরা বোধ হয় এই গাড়িতেই এল। কোনও ভদ্রলোকের মেয়েকে লক্ষ্য করে কি জঘন্য কথাই বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছে।

নয়ন-তারা। ঐ দুটী বাবু? ওরা সারা পথ আমাকে নিয়ে হাসা হাসি করেছে, শেষে আমাকে এমন যাচ্ছেতাই কথা বলেছে যে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে লজ্জা কর্‌ছিল, বড়ই অপমান বোধ হয়েছে।

হরেন্দ্র। কি! ঐ জঘন্য কথা আপনাকে বলছে!

এই বলিয়াই তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নয়ন-তারা নিষেধ করিলেন তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। একেবারে গিয়া পশ্চাতে যে বাবুটী যাইতেছিল বামহস্তে তার দক্ষিণ কর্ণ ধরিয়া—"তবে রে বদ্‌মাস কাকে ও কথা বলছিস।" হঠাৎ কাণ ধরাতে লোকটা চম্‌কিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া বলিল "কে রে বেটা যাকে বলি না কেন তোর তা কি?"

হরেন্দ্র। আমার তা কি, হাঁরে রাসকেল, তোর ঘরে মা বোন নেই, ভদ্রলোকের মেয়ের প্রতি এই ব্যবহার?

এই বলিয়াই দমাদম ঘুঁসি আরম্ভ করিলেন। সে ব্যক্তি বাপরে মারে করিয়া উঠাতে যে সম্মুখে ছিল সে তাহার রক্ষার জন্য দৌড়িয়া আসিল। হরেন্দ্র প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাণ না ছাড়িয়াই দক্ষিণ হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এমন একটী ধাক্কা মারিলেন, যে, সে পাঁচ হাত ঠিকরাইয়া একটা থামের গায়ে আঘাত পাইয়া, একজন পুলিশ কনষ্টেবলের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। এ দিকে এক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রথম বাবুটীর নাকে মুখে চোকে, কাণে বিশ ঘুঁষী। ঘুঁষীর চোটে প্রথমোক্ত ব্যক্তি চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকেও এক ধাক্কা দিলেন। সে ধাক্কা খাইয়া ঠিকরাইয়া পড়িয়া উঠিয়া রুমাল দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে না মুছিতে, তিনি নয়ন-তারা ও টুনীকে লইয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। এ সমুদায় ব্যাপার এত শীঘ্র হইয়া গেল, যে ষ্টেশনের লোক ও পুলিশ প্রহরীরা আহত ব্যক্তিদিগের নিকটে দাঙ্গার কারণটা জানিতে না জানিতে তাঁহারা গাড়ী হাঁকাইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নয়ন-তারা। ও মা গো, আমার গা এখনও কাঁপচে, আপনি রাগলে যেন বাগের মত হন। মানুষটাকে ভয়ানক মেরেছেন, এত মারাটা উচিত হয়নি।

হরেন্দ্র। ঠিক হয়েছে! কি জঘন্য কথা বলাবলি করছিল তাত আপনি শোনেন নি, ওরূপ কাপুরুষদের ঐ রূপ শাস্তিই উচিত।

তৎপরে তাঁহারা গাড়িতে আসিবার সময় কি রূপ ব্যবহার করেছিল, এবং চাউলের বস্তা টানাটানির সময় কি হইয়াছিল সমুদায় বর্ণন করিলেন।

হরেন্দ্র। এই লোকেদের আপনি দয়া করতে বলছিলেন, ওরা কি দয়ার

পাত্র? আমার বোধ হয় আজ এমন শিক্ষা পেয়েছে যে আর ভদ্রলোকের মেয়েদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করতে সাহস কর্‌বে না।

এ দিকে ষ্টেশনে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের লোকেরা নয়ন-তারাকে চিনিত। জানিত ঐটী কালীপদ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কিন্তু হরেন্দ্রকে কেহ চিনিত না। কে মারিল তাহা স্থির করিতে পারিল না। কথাটা দাঁড়াইল, কালীপদ রায়ের কন্যাকে অপমান করাতে সঙ্গের লোকে একটী বাবুকে ভয়ানক মারিয়াছে। যাহারা ঐ বাবুটীকে চিনিত, তাহারা বলিল "বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এ ত গরীবের মেয়ে পাও নি যে যা ইচ্ছা তাই কর্‌বে। বদমায়েস লোকগুলোর এই রকম সাজা হওয়াই ভাল।" আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল,—"যেমন সাহেবিয়ানা কর্‌তে যাওয়া তেমনি সাজা। অপমান কর্‌বে না।"

মেয়েদের গাড়ী দেখিতে দেখিতে চুঁচড়ার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া পৌছিল। হরেন্দ্র দ্বারের নিকটে গাড়ী থামাইয়া বলিলেন—"আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, আমি আর ভিতরে যাব না, কাল দেখা হবে।" এই বলিয়া নামিয়া গেলেন। নয়ন-তারারা দুই ভগিনীতে গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সবে ডাক্তার ন্যাণ্ডে আসিয়া পৌছিয়াছেন, সকলে তাঁহাকে লইয়া বৈঠক ঘরে বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন। টুনী সেখানে গিয়া বলিল—"আজ দিদীকে নিয়ে বড় দাঙ্গা হয়ে গেছে।

সকলে। সে কি!

টুনী—হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া, অনেক ঢোক গিলিয়া, বলিতে আরম্ভ করিল।

রায় মহাশয়। নয়ন-তারা তুমিই বল না, ওর ঢোঁক গিলতে গিলতে দম আটকে আস্‌চে যে।

তখন নয়ন-তারা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিবরণ বর্ণন করিলেন।

রায় মহাশয়। হরেন তোমাদের সঙ্গে এলনা কেন? আমি যে তার সঙ্গে কোলাকুলি কর্‌তাম। এই ত বেটা ছেলে। তার স্পোর্টিং ক্লবে আমার চাঁদা ডবল করে দেব।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। I want to see this man, a brave fellow, quite unlike our countrymen.

গৃহিণী। ভাগ্যিস্ হরেনকে যেতে বলেছিলাম, তা না হলে কি হতো? দেখ্‌লে মেয়েছেলে একা ছেড়ে দেওয়ার কি বিপদ! যা হোক বাপু ঘরের মেয়ে ঘরে এসেছে এই ঢের।

সুরেশচন্দ্র চুপ করিয়া শুনিতেছেন, কিছু বলিতেছেন না। তিনি মনে মনে হরেন্দ্রকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না; কিন্তু মুখে কিছু বলিতেছেন না। হরেন্দ্র যে নয়ন-তারাকে আনিতে গিয়াছিল, এটা তাঁর ভাল লাগে নাই।

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত। সুরেশচন্দ্র নবাগত অতিথিকে হাত মুখ ধুয়াইয়া আহারের স্থানে উপস্থিত করিলেন। এখানে ডাক্তার স্যাণ্ডের রূপ গুণের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আবশ্যক। মানুষটী এমনি রোগা ছিপ্‌ছিপে, যে একহারা না বলিয়া আধহারা বলিলেই ভাল হয়। বর্ণটী কৃষ্ণের কাছাকাছি, তার উপরে সাবান ঘষিয়া ঘষিয়া বেগুণে রং ফলিয়াছে; রোগা ও শুক্‌নো মানুষের মুখ যেরূপ হয় মুখখানি সেইরূপ; হনুর হাড়গুলি উঁচু, চক্ষু দুটী কোটরে বসা, মুখের নীচের দিক্‌টা অপেক্ষা উপর দিক্‌টা ছোট; কপালটা আঙ্গুল দুই হইবে; ব্রহ্মতল চাপা; দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, এ মানুষ কি করিয়া বিলাতে ডাক্তারি পাশ করিয়া সিবিল সার্জ্জন হইয়া আসিল। ইহার উপরে স্যাণ্ডে সাহেবের এক রোগ আছে; সেটা সর্ব্বদাই গোঁপের প্রান্তভাগে পাক দেওয়া। এটা সর্ব্বদাই চলিতেছে;—এমন কি টেবলে খাবার আনিবার পূর্ব্বে যে দুই এক মিনিট বিলম্ব হইতেছে, তাহার মধ্যেই অধরোষ্ঠ ছুঁচল করিয়া ঘন ঘন গোঁপ পাকাইতেছেন। গোঁপ পাকাইয়া পাকাইয়া গোঁপের দুই প্রান্তভাগে খেংরা কাঠির মত দুই গাছ শুঁয়া বাহির হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলে হাসি রাখা দুষ্কর। সেই গোঁপের উপরে চক্ষু পড়িয়াই সৌদামিনীর ভয়ানক হাসি পাইয়াছে। তিনি টেবলের তলা দিয়া নন্দরাণীর পা টিপিয়া দিয়া তাঁহাকে গোঁপ দেখিবার জন্য সঙ্কেত করিয়াছেন, দুইজনে চাপিয়া চাপিয়া মনে মনে হাসিতেছেন। টুনী ও পটলা, তাঁহাদের হাসির মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতেছে। নয়ন-তারা তাহাদের প্রতি একটু কোপদৃষ্টি করাতে তাহারা সে হাসি গিলিয়া খাইল।

নানা প্রকার কথোপকথনে আহারের সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। আহারান্তে রায় মহাশয় অতিথির অভ্যর্থনার ভার সন্তানদিগের প্রতি দিয়া

নিজে গৃহিণীর সহিত উপরে গেলেন। মেয়েরা উঠিয়া বৈঠক ঘরে গিয়া বসিলেন।

রায় মহাশয়ের ভবনে আহারের সময় বিলাত-ফেরত অতিথিদিগকেও সুরা দেওয়া হয় না। এক সময়ে দেওয়া হইত বটে, কিন্তু কিছুদিন হইতে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটাতে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। সুরেশচন্দ্র মনে করেন, এ গোঁড়ামিটা পিতা ও নয়ন-তারা হরেন্দ্রের নিকট পাইয়াছেন। ইহাও হরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের একটা কারণ। যাহা হউক আহারের সময় যাহা হয় না, সুরেশচন্দ্র গোপনে তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আহারের পরে সকলে উঠিয়া গেলে, তিনি নিজের ঘর হইতে সুরা আনাইয়া অতিথিদিগকে দিয়া থাকেন এবং নিজেও কখন কখনও স্বল্প মাত্রায় পান করিয়া থাকেন। ইহা লইয়া নয়ন-তারার সহিত তাঁহার অনেক বার ঝগড়া হইয়াছে। আজও তিনি আহারের পরে সেই প্রকারে অতিথির সৎকার করিলেন।

সুরাপান ও তামাকু সেবনের পর বন্ধুসহ ডাক্তার হ্যাণ্ডে যখন গোঁপ পাকাইতে পাকাইতে বৈঠক ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সৌদামিনীর এত হাসি পাইল, যে তিনি পরদার পশ্চাতে গিয়া মনের সাধে হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ। সদু গেল কোথায়? পিয়ানোতে একবার বসুক না।

সৌদামিনী সত্বর আসিয়া পিয়ানোতে বসিলেন। ডাক্তার হ্যাণ্ডে একখানা ছবির বৈ খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। সৌদামিনী এমন সুন্দর বাজাইতেছেন সে দিকে কর্ণপাতও করিলেন না। অথচ বাজনাটা শেষ হইবামাত্রই মহা বেগে ও আবেগে করতালি দিতে লাগিলেন। নয়ন-তারা বুঝিলেন সুরার কার্য্য আরম্ভ। পিয়ানোর পরে দুই ভগিনীতে শেতার ধরিলেন। কিন্তু এসব কার জন্য? ডাক্তার হ্যাণ্ডের সে দিকে মন নাই; তিনি নন্দরাণীকে একখানা ছবির বৈ দেখাইয়া কি বলিতেছেন। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই, তিন ভাই বোনে শেতারটা খুব সম্ভোগ করিলেন। কিন্তু বাজনা থামিবামাত্র ডাক্তার হ্যাণ্ডের করতালিতে আবার ঘর ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এইবারে সঙ্গীত। কিন্তু মেয়েদের কাহারই গাইতে ইচ্ছা করে না; নয়ন-তারা বলেন, "সদু তুই গা," সৌদামিনী বলেন—"দিদি তুমি গাও।" এইরূপ অনেক ঠেলাঠেলির পর সুরেশচন্দ্রের তাড়া খাইয়া সৌদামিনী একটী গান গাইলেন।

এবারেও সজোরে করতালি। কিন্তু মেয়েরা বুঝিলেন এ মজলিসে গান বাজনা বৃথা। এইবার আলবম্ ও ছবি প্রভৃতি দেখান ও কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইবে। সৌদামিনী নন্দরাণীর কাণে কাণে বলিলেন—"দেখ না আমি স'রে পড়ি এই, দিদীকে আজ জব্দ কর্‌বো, দিদী আমাকে ঠেলে দিয়ে নিজে পালায়, আজ ডাক্তার ন্যাণ্ডেকে দিদীর ঘাড়ে চাপাচ্ছি।"

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। (গোঁপ পাকাইয়া নয়ন-তারার প্রতি) I must congratulate you upon your having had by your side, at the railway station, such a worthy champion. অর্থাৎ—আনন্দের বিষয় যে রেলওয়ে ষ্টেশনে এমন একজন রক্ষক আপনার সঙ্গে ছিলেন।

সুরেশ। Dr. Nande, my sister does not like to be addressed in English by Bengali gentlemen. অর্থাৎ—ডাক্তার ন্যাণ্ডে আমার ভগিনী চান না যে বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা ইংরাজীতে ওঁর সঙ্গে কথা বলেন।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) না না আপনি ইংরাজীতেই বলুন।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে বাঙ্গালাতে কথা আরম্ভ করিলেন। বোধ হইতে লাগিল, যেন কোনও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ পড়িয়া যাইতেছেন। সৌদামিনী নন্দরাণীর পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠের দিকে মুখ লুকাইয়া হাসিলেন।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। (নয়ন-তারার প্রতি) মহাশয়! অদ্য রেলওয়ে ষ্টেশনে নিশ্চয় অতিশয় ভয় পাইয়া থাকিবেন।

সুরেশ। মহাশয় কিহে, ওটা যে পুংলিঙ্গ।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। But how do you translate madam? there is no corresponding Bengali word for it. অর্থাৎ—কিন্তু মাডামের অনুবাদ কি করে কর্‌বে? মাডামের অনুরূপ বাঙ্গলা কথা ত নাই।

সুরেশ। তুমি মহাশয়া বল্‌তে ত পার্‌তে।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। হাঁ হাঁ তাই ত, কোকিল কোকিলা, মহাশয় মহাশয়া, you see I am nearly forgetting my Bengali grammar; অর্থাৎ—বাঙ্গলা ব্যাকরণটা প্রায় ভুলে গেলাম।—বলিয়া বিকৃত মুখভঙ্গী সহকারে ও কর্কশস্বরে হাস্য।

সৌদামিনী আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। নন্দরাণীর গা ঠেলিয়া পলাইয়া গেলেন। নয়ন-তারা কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন সৌদামিনী পলাইয়াছে। তখন ভাবিলেন সর্ব্বনাশ, "এই মানুষটী আমার ঘাড়ে পড়িল।" তিনি কথোপকথনান্তে, অতিথিকে আলবম্ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন; এবং তাঁহারা পশ্চিমে থাকিবার সময় কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন ও কি কি দেখিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথা বলিলেন ও অনেক দ্রব্য দেখাইলেন। সুরেশচন্দ্র এবং নন্দরাণীও সে বিষয়ে তাঁহার অনেক সহায়তা করিলেন। এইরূপে নানা কথোপকথনে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। এই সময়টা নয়ন-তারা এক প্রকার ক্লেশে যাপন করিলেন। তিনি যে ছাঁচের মানুষ দেখিতে ভালবাসেন, ডাক্তার ঘ্যাণ্ডে যেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংলণ্ডে কিছু দীর্ঘকাল ছিলেন বলিয়া, তাঁহার অহঙ্কারটা এত অধিক, যে কথায় কথায় অপরের সহিত তুলনায় আপনার অভিজ্ঞতাটাকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। কথার ভাবে বোধ হয় আর সকলেই অজ্ঞ, তিনি কেবল প্রাজ্ঞ; আর কেহ কিছু দেখে নাই, তিনিই সকল দেখিয়াছেন। এই বড়াইটা নয়ন-তারার ভালই লাগে না। তৎপরে সুরার প্রভাব বশতঃই হউক অথবা স্বভাব বশতঃই হউক, ডাক্তার ঘ্যাণ্ডে অতি সামান্য কথাতে এমন বিকৃত স্বরে ও বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া হাসেন, যে অতি কর্কশ শুনায় ও কদাকার দেখায়। চক্ষু ও কর্ণ উভয়ের পক্ষেই ক্লেশদায়ক। আতিথ্যধর্ম্মের অনুরোধে নয়ন-তারা কয়েক ঘণ্টা এ সমুদয় বহন করিলেন। রাত্রি ১২টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইলে, তিনি নিস্তার পাইলেন। উপরে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে গঙ্গাধারের নীচের বারাণ্ডাতে একাকিনী কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া মনের বিরক্তিজনিত তিক্ততাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে উপরে শয়ন-মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ীতে উঠিবার সময় ডাক্তার ঘ্যাণ্ডে তাঁহাদের গান বাজনার প্রতি কিরূপ উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইল। আপনার মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—"বেনা বনে মুক্তা ছড়ান।" তদনন্তর তিনি মুখে মুখে একটী কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সেটী এই :—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ॥

তিনি এই কবিতাটী আবৃত্তি করিতেছেন ও সিঁড়ীতে উঠিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে সুরেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—"কি ভটচাজ! কি সংস্কিড়ি-মিড়ি পড়্‌তে পড়্‌তে ওঠা হচ্চে?" নয়ন-তারা ফিরিয়া দেখেন সুরেশচন্দ্র ডাক্তার স্থাণ্ডেকে শোয়াইয়া তাঁহার পশ্চাতেই আসিতেছেন।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) দাদা! এখনও শুতে যাও নি? আমি কি কবিতাটা পড়্‌তে পড়্‌তে যাচ্চি শুন্‌বে? অর্থ এই;—

হে বিধি শত শতপ্রকার অপর যে কোনও দুঃখ দেও সকলি সহিব, কিন্তু অরসিকের কাছে রসের বিষয় জানান, এ দুঃখ কপালে লিখো না, লিখো না, লিখো না।

বলিয়া সুন্দর স্বর্ণচুড়িযুক্ত হাতখানি নাড়িতে লাগিলেন।

সুরেশ। (ভগিনীর দোলায়মান হাতখানি ধরিয়া) ডাক্তার স্থাণ্ডেকে মনে ক'রে বলছিস, না?

নয়ন-তারা। তাত বুঝ্‌তেই পারছ। কি মান্‌ষের কাছেই গাইতে বাজাতে বলেছিলে? ওর চেয়ে মেড়ার লড়াই দেখালে ভাল হ'ত। (হাস্য)

সুরেশ। সে আবার কি?

নয়ন-তারা। সেই যে একজন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের বিষয়ে একটা গল্প আছে,—শোন নি?

সুরেশ। কৈ কোন্ গল্পটা বল দেখি।

নয়ন-তারা। সেই যে একবার একজন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের বাড়ীতে একজন কালোয়াত উপস্থিত। স্থির হলো যে বাবুর বৈঠকখানায় একদিন গাওনা বাজনা হবে। একজন মোসাহেব বাবুকে বল্‌লে,—"বাবু আপনার বাড়ীতে বৈঠকটা হবে আপনারত একটা ফরমাজ করা উচিত। বাবু বল্‌লেন,—"আমি কি ফরমাজ কর্‌বো? আমাদ্বারা ও সব হবে না, তোমরাই সে সব করো।" মোসাহেব বল্‌লে "সেটা ভাল দেখায় না। আপনি একটা কানেড়া গাইতে বল্‌বেন।" বাবু বল্‌লেন, "ও সব আমার মনে থাক্‌বে না।" মোসাহেব বল্‌লে,—"কাণ কানেড়া, কাণ কানেড়া, এই রকম ক'রে মুখস্থ ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বেন না?" বাবু তাই কর্‌লেন; সমস্ত সময় মনে মনে কাণ কানেড়া সেধে রাখ্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু গানের আসর যখন বসলো, তখন

বাবুর মুস্কিল উপস্থিত। কথাটা ভুলে গিয়েছেন, কেবল একটা "এড়া এড়া" মনে আস্‌ছে। গাওনা বাজনা চল্‌ছে, এদিকে তিনি হা ক'রে কেবল মোসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। যদি তার সঙ্কেত দেখে কিছু মনে হয়। এমন সময়ে সে ব্যক্তি আপনার মনে নিজের নাক চুলকাইতেছে। বাবু বলিয়া ফেল্‌লেন, "আচ্ছা একঠো নাকেড়া গাও।" মোসাহেব তাড়াতাড়ি সেরে নিলে বটে, কিন্তু চারিদিকে হাসি উঠ্‌লো। তখন বাবু অপ্রস্তুত হয়ে, বাহিরের বারাণ্ডাতে গিয়ে চাকরকে ডেকে বল্‌লেন,—"রামা! মেড়া দুটো এনেছিলি একবার লড়াই দেত।"

সুরেশচন্দ্র। (ভগিনীর গায়ে ধাক্কা দিয়া অট্টহাস্য করিয়া) ঠিক বলেছিস, এক একজন লোক এমনি ভোঁতা, যে তাদের গান বাজনা শোনানর চেয়ে মেড়ার লড়াই দেখান ভাল। কিন্তু ডাক্তার হ্যাণ্ডে বেচারার অপরাধ কি? ওটা শিক্ষার কর্ম্ম; ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা না থাক্‌লে, বুড়ো বয়সে গান বাজনার রস গ্রহণ করা সহজ নয়।

নয়ন-তারা। তা বটে (গমনোদ্যত)।

সুরেশ। (অঞ্চল ধরিয়া) শোন্ শোন্ ডাক্তার হ্যাণ্ডেকে কেমন দেখ্‌লি?

নয়ন-তারা। সে কথা এখন থাক্,—তোমার বন্ধু তুমি খুসী থাক্‌লেই ভাল।

এই বলিয়া নিজ শয়ন-মন্দিরে গমন করিলেন। পরিচ্ছদ উন্মোচন পূর্ব্বক বাতিটী শয্যার নিকটে লইয়া, হরেন্দ্রের প্রদত্ত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক খুলিয়া গুণ গুণ স্বরে একটী গান করিয়া, জীবনের জন্য ও জীবনের সর্ব্ববিধ সুখের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। তৎপরে শয়ন করিলেন। শয়ন করিবামাত্র রেলওয়ের সমুদয় ঘটনাটী যেন চক্ষের কাছে আসিল। গাড়িতে বাবুদুটীর হাসাহাসি, তৎপরে তাহাদের অভদ্রতা, হরেন্দ্রের ক্রোধ ও সাহস, সমুদায় যেন আবার দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে মনে মনে বলিলেন—"এই-রূপ পুরুষের আশ্রয়েই থাক্‌তে হয়।" এই বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতে রায় মহাশয় হরেন্দ্রকে এবং চুঁচুড়ার উকীল, তাঁহার পিতৃব্যপুত্র গৌরীপদ বাবুর দুই পুত্র অবিনাশ ও চারু এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা

সরলাকে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারের কালে কথোপকথনের মধ্যে জানিতে পারিলেন যে হরেন্দ্রের স্পোর্টিং ক্লব ত অগ্রেই ছিল, তৎপরে স্কুলের ছেলেদিগকে লইয়া "মোগল ও পাঠান" এই দুই দলে ভাগ করিয়া দুইটী ড্রিলিং ব্যাণ্ড করিয়াছেন; ও চন্দন নগর হইতে একজন পেন্সন প্রাপ্ত ফরাসি সৈনিককে যোগাড় করিয়া তাহাদিগকে ড্রিল করিতেছেন। তদ্ভিন্ন একটী পব্‌লিক লাইব্রেরী করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। রায় মহাশয় অগ্রেই তাঁহার স্পোর্টিং ক্লবের জন্য মাসে ৫৲ টাকা দিতেন। অদ্য হইতে সেই মাসিক ৫৲ টাকাকে দশ টাকা করিলেন; এবং ড্রিলিং ব্যাণ্ডের পোষাকের জন্য দুইশত টাকা ও পব্‌লিক লাইব্রেরির পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য এক কালীন পাচ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ডাক্তার হ্যাণ্ডে অদ্য বৈকালে চলিয়া গেলেন। সুরেশচন্দ্রের বুঝিতে বাকি থাকিল না, যে জন্য ফাঁদ পাতা তাহার আশা নাই। কিন্তু ডাক্তার হ্যাণ্ডের বুঝিতে কিছু অধিক দিন লাগিল। তিনি ইহার পরে আরও কয়েক বার আসিয়াছিলেন। আসিলেই তিনি নয়ন-তারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন, ও সকল কাজে তাঁহার সাহায্য করিতে চাহিতেন। নয়ন-তারা মনে মনে বলিতেন—"দাদা এ আপদ আবার কোথা থেকে যোটালেন।" যাহা হউক, কিছু দিনের পর ডাক্তার হ্যাণ্ডেরও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যাতায়াত করা বৃথা। তখন তাঁহার যাতায়াতটা কিছু কম হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্নে সংস্কৃত পড়া শেষ হইলে নয়ন-তারা বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলিলেন—পণ্ডিত মশাই! আপনার নাতির নাকি ভাত? কৈ তাত আমাদের কিছুই বলেন নি।

বিদ্যারত্ন। তুমি কার কাছে শুনলে? হরেন বাবু বলেছেন বুঝি?

নয়ন-তারা। হাঁ, তাঁর কাছে শুনেছি।

বিদ্যারত্ন। বল্‌ব বল্‌ব করে ভুলে গিয়েছি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আর বলেই বা কি হবে। নিমন্ত্রণ করে দু'মুটো খাওয়াতে ত পার্‌ব না।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) কেন পার্‌বেন না, আমাদের জাত গেছে বলে বুঝি? তা গেলই বা, আপনার বাড়ীতে অন্য জেতের লোক কি বসে খায় না?

বিদ্যারত্ন। সেটা কি তোমাদের বেলা কর্‌তে পারি? প্রাণ থাক্‌তে তা পারি না।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) দেখ্‌লেন জাতটা কত খারাপ? আপনার প্রাণ চায় যে আমাদের নিয়ে আদর যত্ন করেন, খাওয়ান, দাওয়ান; কিন্তু জেতের ভয়ে পার্‌ছেন না।

বিদ্যারত্ন। মা লক্ষ্মি! তুমি যত সহজে এই প্রাচীন প্রথাটার দোষ দেখালে, আমি কিন্তু তত সহজে পারি না। শাস্ত্রকর্ত্তারা ত সাধারণ মানুষ ছিলেন না; তাঁরা যে বিধি করে গিয়েছেন, সে সম্বন্ধে তোমার আমার মত লোকের মতামত প্রকাশ না করাই ভাল।

নয়ন-তারা। আপনি ঠিক মনের কথাটা ভেঙ্গে বলুন দেখি, আমি রেঁধে দিলে খেতে পারেন কি না?

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া) তুমি ত ভারি চতুর।

নয়ন-তারা। কেন, চতুর কিসে?

বিদ্যারত্ন। জান কি না আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই সেইটে ধরে আমাকে জব্দ কর্‌বার চেষ্টায় আছ।

নয়ন-তারা। তা কেন কর্ব না? জাতটা যে খারাপ তাই দেখাব।

বিদ্যারত্ন। আচ্ছা আমার মনের কথাটা বল্‌ছি। হৃদয় বলে কারু হাতে যদি খেতে পারি ত তোমার হাতে পারি, কিন্তু ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে বাধা দেয়।

নয়ন-তারা। হৃদয়কে ছেড়ে আবার ধর্ম্ম কি? প্রেমইত ধর্ম্ম; ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, তিনি প্রেমে বাস করেন; আমি মোটামুটি এই বুঝি।

বিদ্যারত্ন। মা লক্ষ্মি! ঈশ্বর যে প্রেমস্বরূপ এবং তিনি যে প্রেমে বাস করেন, এ কথা অতি সত্য; কিন্তু তুমি ভেবে দেখ আমাদের হৃদয় যা চায়, আমরা কি সব সময় তা সম্পূর্ণ রূপে দিতে পারি? ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ের কামনাকে কি সময় সময় সংযত কর্‌তে হয় না?

কথাটা বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। নয়ন-তারা একটু ভাবিয়া ধীর ভাবে উত্তর করিলেন,—"হাঁ! সংযত কর্‌তে হয় বৈ কি।

বিদ্যারত্ন। তবেত তুমি আপনিই আপনার প্রশ্নের মীমাংসা কর্‌লে।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) সে যা হো'ক আমরা কিন্তু নিমন্ত্রণ টিমন্ত্রণ মানি না। আপনার বাড়ীতে আবার নিমন্ত্রণ কি? আমরা সে দিন সকালে ছেলে দেখ্‌তে যাব।

বিদ্যারত্ন। এর উপরে আর কথা নাই। এই কথাটা যে বলেছ, এতেই প্রমাণ তোমরা আমাকে যথার্থই ভালবাস।

নয়ন-তারা। সেটা কি আজ বুঝ্‌লেন?

ইহার পর বিদ্যারত্ন মহাশয় যাইবার জন্য উঠিলেন, নয়ন-তারা পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলেন ও তিনি সেই পুরাতন আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই দিন রাত্রে আহারের পর সকলে উঠিয়া গেলে, রায় মহাশয়, গৃহিণী ও নয়ন-তারা তিন জনে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

নয়ন-তারা। বাবা! পণ্ডিত মশাইএর নাতির ভাত উপস্থিত শুনেছ?

রায় মহাশয়। কৈ না তাত শুনি নাই।

নয়ন-তারা। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ কর্‌তে পারবেন না বলে, এ খবর আমাদের দেন নাই। তারপর আমি শুনে, তাঁকে কি বলেছি তা জান?

এই বলিয়া অপরাহ্নের কথোপকথনটা সমুদয় বর্ণন করিলেন।

রায় মহাশয়। বেশ বলেছ, তাঁর সঙ্গে আমাদের যে আত্মীয়তা, তাতে আবার নিমন্ত্রণ কি? তোমরা অবশ্য যাবে।

নয়ন-তারা। দেখ বাবা আমি পণ্ডিত মশাইকে যতবার দেখি ততবার মনে হয় সেকালের ও একালের লোকে কত প্রভেদ, ততই যেন ইংরিজীওয়ালা বাবুদের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়ে।

রায় মহাশয়। তাই বলে মনে করো না, যে সেকালের সমুদায় লোক ভাল, আর ইংরিজীওয়ালারা সব খারাপ।

নয়ন-তারা। কেন হরেন বাবুর মায়ের অনেক গুণের কথাত শুনেছি, তিনিওতো একজন সেকালের লোক।

রায় মহাশয়। হরেনের মা কিরূপ বংশের মেয়ে! হরেনের মাতামহ একজন মহা পণ্ডিত ও মহা সাধক লোক ছিলেন। তাঁর ধর্ম্মভাব এত প্রবল ছিল, যে হরেনের মা যখন দুতিন বছরের মেয়ে, তখন তিনি সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় চলে গিয়েছেন, আজও তাঁর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সেই বাপের মেয়েত, ধর্ম্মসম্বন্ধে একটু অসাধারণত্ব থাক্‌বে না?

নয়ন-তারা। এসব কথাত আমি আগে শুনিনি।

রায়-মহাশয়। হরেন তোমাকে বলে নি? ওর মাতামহ বংশটা একেবারে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে পাগল।

নয়ন-তারা। হরেন বাবুর মায়ের কথা যত শুনি, ততই তাঁর প্রতি ভক্তি বাড়ে, আর মনে মনে লজ্জা হয়, আমরা কেন এত খারাপ হলাম।

রায় মহাশয়। কিন্তু তাই বলে মনে করো না প্রাচীন সমাজে অনেক বিদ্যারত্ন বা অনেক হরেনের মা মেলে।

নয়ন-তারা। তুমি যাই বল না কেন, এই ইংরিজীওয়ালা বাবুদের আমার ভাল লাগে না। বিশেষতঃ বিলেত-ফেরতগুলি।

গৃহিণী। কদাকার! কদাকার! এগুলো যেন একেবারে সৃষ্টি-ছাড়া।

রায় মহাশয়। তোমরা দুচার জন লোক দেখে সমুদায় দলটাকে ঘৃণা কর কেন? এঁদের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক, শ্রদ্ধেয় লোক আছেন।

নয়ন-তারা। তোমার মুখে ইংরাজদের অনেক প্রশংসা শুনি; কিন্তু তাদের সমাজ না জানি কেমন, যে তাদের সঙ্গে মিশে এরা এত বিগ্‌ড়ে যায়।

রায় মহাশয়। ঐ তুমি আর এক ভ্রম করলে। এদের দেখে ইংরাজ সমাজের বিচার করা উচিত নয়। এরা কি সেখানে ভদ্র সমাজে মিশ্‌তে পায়? ভদ্র ইংরেজ তোমরা দেখ নাই, সে আর এক জিনিস।

নয়ন-তারা। ওকথা থাক্। তবে মা ও আমি সেদিন সকালে পণ্ডিত মহাশয়ের নাতি দেখ্‌তে যাব। কিন্তু যাতে তাঁর খরচের সাহায্য হয় এমন ক'রে কিছু দেওয়াত উচিত।

রায় মহাশয়। তাতে সন্দেহ কি? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যে সামান্য আয় তাতে বৃহৎ পরিবার ও এতগুলি পড়োর প্রতিপালন চলে না। আমি ভাবছি, যে আমি ছেলেটীর গহনাগুলো দেব। আর তোমার মা ও তুমি দুজনে সে দিন প্রাতে গিয়ে দুমোহর দিয়ে ছেলেটীকে দেখে এস। তাহ'লে ব্রাহ্মণের অনেকটা ব্যয়ের সাহায্য হবে।

নয়ন-তারা। বেশ কথা, তুমি তবে পণ্ডিত মশাইকে বলে ঠিক ক'রে রেখো।

পরদিন বিদ্যারত্ন মহাশয় নয়ন-তারাকে পড়াইতে আসিলে, রায় মহাশয় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

রায় মহাশয়। কি গুরুদেব! গোপনে গোপনে নাতির অন্ন-প্রাশনের বন্দোবস্ত করছেন, আমাদের খবরটাও দিতে নেই?

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া) নয়ন-তারা বলেছেন বুঝি?

রায় মহাশয়। যেই বলুক না কেন, আপনিত বলেন নাই?

বিদ্যারত্ন। কি আর বল্‌ব।

রায় মহাশয়। কতকগুলো দেনাপত্র ক'রে মস্ত একটা জাঁকজমক করবার যোগাড়ে আছেন নাকি?

বিদ্যারত্ন। জাঁকজমক করি এমন সাধ্য কি? আর দেনা চাইলেই বা দেনা দেয় কে? তবে চার মেয়ের পরে ছেলেটা হয়েছে, একেবারে কিছু না করলেও মেয়েরা ছাড়্‌বে না।

রায় মহাশয়। না না সে সব বুদ্ধি করবেন না। যত কমজমে হয় তাই ক'রে নেবেন।

বিদ্যারত্ন। সেটা আর আমাকে বলে দিতে হবে না। গ্যায়দায় করাবে।

রায় মহাশয়। আমি আপনাকে একটা কথা বল্‌ছি শুনুন। আমাকে ভাইএর মত ভালবাসেনত ?

বিদ্যারত্ন। তা কেন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন ? আপনি কি তা জানেন না ?

রায় মহাশয়। তাই জানি বলেইত বল্‌তে সাহস কর্‌ছি। তবে আমার পরামর্শ শুনুন। গিন্নীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, ছেলেটীকে কি কি গহনা দিতে ইচ্ছে। যা কিছু গহনা দিতে ইচ্ছে তা আমি দেব। তবে এ কথাটা আপনারা দুজনে জান্‌বেন, আর আমরা জান্‌ব আর কেহ জান্‌বে না। বুঝ্‌লেন ত ?

এই কথা শুনিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মনটা কেমন হইয়া গেল। প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি উচ্ছসিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল নিঃস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"আপনি যেরূপ সদাশয় পুরুষ তারি মত প্রস্তাব।"

রায় মহাশয়। (ঈষৎ হাসিয়া) ঐত আপনি আবার সৌজন্য এনে ফেল্‌লেন; পরের মত কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। পরস্পর ভালবাসা থাক্‌লে এ রকমটা সকল সমাজেই চলে থাকে। আপনার সম্বন্ধে সেত আমারও নাতি।

এইবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষে জল আসিল। তিনি গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিলেন,—"তাতে আর সন্দেহ কি ?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। কিয়ংক্ষণ পরে যখন উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন, তখন অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার পৃষ্ঠের ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইয়াছে। তিনি গহনাগুলির জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন; এখন বোধ হইতে লাগিল, যেন বিধাতা তাঁহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার চিন্তার বোঝা হঠাৎ তুলিয়া লইলেন। তিনি মনে মনে ইষ্টদেবতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যখন গৃহে গিয়া গৃহিণীকে এই সুসংবাদ দিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আহা! এরা কি সৎ লোক, এমন মানুষত একালে দেখা যায়

না।” তৎপর কর্ত্তা গৃহিণীতে পরামর্শ হইতে লাগিল, রায়-পরিবারকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান যায় কি না।

বিদ্যারত্ন। অন্য জেতের ন্যায় একধারে বসে খাওয়াব তা প্রাণে সবে না; অতএব খেতে না বলাই ভাল। কিন্তু নিমন্ত্রণ কর আর নাই কর, তাদের মেয়েরা সেদিন সকালে এসে ছেলে দেখে যাবে।

গৃহিণী। ওমা কি ভদ্রতা! এঁরা এমন মানুষ তাত জান্‌তাম্ না। হতভাগা লোকে এঁদের কত কুচ্ছোই করে, বলে ওদের মেয়েরা খারাপ, শোর গরু খায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না।

বিদ্যারত্ন। ছি! ছি!! এমন কথা কাণে শুন্‌লেও পাপ। আমি তোমাকে কতবার বলেছি, লোকে এদের যা বলে, এরা তার মত কিছুই নয়। শোর গরু খাওয়া দূরে থাক, নয়ন-তারা মাছ মাংসও খায় না।

ক্রমে অন্ন-প্রাশনের দিন উপস্থিত। সে দিন প্রাতে উঠিয়া নয়ন-তারা জননীকে ত্বরা দিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে লইয়া গেলেন। তাঁহারা প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র নিমন্ত্রিত ও পল্লীর অপরাপর মহিলারা চারিদিকে আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন; এবং পরস্পর গা টেপাটিপি করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন,—“এই বুঝি বড় মেয়ে, ওমা কি মেয়ের রূপ! যেন বাড়ী আলো ক’রে তুলেছে!” কেহ বলিলেন—“এত বড় মেয়ের বিয়ে হয় নি, এ কোথাকার সৃষ্টি-ছাড়া নিয়ম?” কেহ বলিলেন—“ওগো ওরা ব্রহ্মজ্ঞানী ওদের মেয়েরা স্বয়ম্বরা হয়।” কেহ বলিলেন—“এই মেয়ে নাকি ইংরিজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত পড়েছে, আর নাচ্‌তে, গাইতে, বাজাতে পরিপক্ক।” এইরূপ নানারূপ গুপ্ত আলোচনার মধ্যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহিণী রায় গৃহিণীর অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন। “কি ভাগ্যি! কি ভাগ্যি, আমার বাড়ীতে আপনাদের পাদধূলো পড়ল।” নয়ন-তারা গুরুপত্নীর চরণে প্রণত হইয়া চরণধূলি লইলেন।

গুরুপত্নী। বেঁচে থাক মা! দেখ্‌চ তোমার পণ্ডিত মশাইএর বাড়ী কেমন।

রায় গৃহিণী। বেশই ত দেখ্‌ছি, বিদ্যারত্ন মশাইএর এ দিকে ত বেশ দৃষ্টি আছে দেখ্‌ছি।